CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-332 ■ 1 September, 2026 ■ আগরতলা ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ১৪ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ডিজিপির আত্মহত্যার নোট গায়েবের অভিযোগে উত্তপ্ত বিধানসভা, বহিস্কৃত সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগষ্ট ।। ত্রিপুরা বিধানসভার চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে সোমবার প্রাক্তন ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিধানসভা। কথিত আত্মহত্যার নোট 'গায়েব' হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিরোধী বিধায়করা।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরুর ঠিক আগে বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপন করেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর দাবি, রবিবার ত্রিপুরায় আসা অনুরাগ ধনকরের স্ত্রী কথিত আত্মহত্যার নোটটি দেখতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে ওই নোটের একটি ছবিও রয়েছে বলে জানিয়েছেন। এরপর মূল নথিটি সরিয়ে গোপন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সুদীপ রায় বর্মন। তবে কংগ্রেস বিধায়কের বক্তব্যে হস্তক্ষেপ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া। তিনি জানান, বিষয়টি এভাবে বিধানসভায় উত্থাপন করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে নিয়ে দু'বার বিধানসভায় বক্তব্য রেখেছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সুদীপ রায় বর্মনকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার আবেদন জানিয়ে স্পিকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবাদে বিধানসভা বয়কট বাম-কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগষ্ট ।। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণকে বিধানসভা থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে অধিবেশন বয়কট করল সিপিআইএম ও কংগ্রেস। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনে ডিজিপি অনুরাগ ধনকর-এর মৃত্যুকে ঘিরে বিতর্কিত সুইসাইড নোটের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মনকে দিনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এর প্রতিবাদেই বিরোধী বিধায়করা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান।

ওয়াকআউটের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ডি.জি.পি.-র মৃত্যুর ঘটনাকে শুধুমাত্র আত্মহত্যা হিসেবে দেখিয়ে এর পেছনে থাকা সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার বিষয়টি আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁদের দাবি, ডি.জি.পি.-র স্ত্রী সুইসাইড নোটের মূল কপি কোথায় রয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, মৃত্যুর আগে ওই নোট হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল বলে সুদীপ রায় বর্মন দাবি করেছেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিধানসভায় দেওয়া তাঁর বিবৃতিতে সুইসাইড নোটের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি। তাঁদের দাবি, এর ফলে ঘটনাটির পেছনে কোনো প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা নিয়ে আরও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগষ্ট ।। প্রাক্তন ডিজিপির অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং তাঁর কথিত 'সুইসাইড নোট' গোপন করার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি এবং উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের অভিযোগ, উত্তরাখণ্ডের হলদোয়ানিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সভাস্থলে বিজেপি ও আরএসএসের সঙ্গে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়

আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনার উপর গুরুত্বারোপ সাংসদ বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ আগষ্ট ।। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়, ভবিষ্যৎ গড়ার দিশা এবং যুব সমাজের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে উদয়পুর মহকুমার জামজুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো 'যুব সংবাদ ২০২৬' কর্মসূচি। সোমবার বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেববরায়, জামজুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার পাল-সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

এদিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সরাসরি মতবিনিময় করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। পড়াশোনার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং দেশের উন্নয়নে যুব সমাজের সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেন তিনি।

মতবিনিময় পর্বে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে সাংসদের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরে। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনার গুরুত্ব তুলে ধরেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব দেবে। তাই নিজেদের স্বপ্ন পূরণের জন্য অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচন ২৮ সেপ্টেম্বর, গণনা ৫ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগষ্ট ।। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর অধীন ভিলেজ কমিটিগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পিকে চক্রবর্তী জানান, আগামী ৫ অক্টোবর সকাল ৭টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে এবং ৮ অক্টোবরের মধ্যে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, টিটিএএডিসি এলাকার মোট ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির অধীনে ২,৬৩৪টি নির্বাচনী এলাকা এবং ৪,৫৯৭টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৮ সেপ্টেম্বর। ৯ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে এবং ১১ সেপ্টেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন আটকে ছিল। ২০২১ সালের ৮ মার্চ নির্বাচিত ভিলেজ কমিটিগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর ২০২২ সালে নির্বাচন কমিশনের তরফে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু হলেও কোভিড-১৯ মহামারি এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়া বারবার পিছিয়ে যায়।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী এবারের নির্বাচনে মোট ৯,৬১,৯৭৭ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৮২,০৪১ জন, মহিলা ভোটার ৪,৭৯,৯৩০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৬ জন। নির্বাচন কমিশন মোট ১,৫৫০টি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলে পড়ুয়াদের বাইক-স্কুটি নিয়ে আসা নিষেধ, সার্কুলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ আগষ্ট ।। সিপাহীজলা জেলার সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের বাইক ও স্কুটি নিয়ে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এ বিষয়ে সার্কুলার জারি করেছেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক কনিকা দেববর্মা।সংবাদমাধ্যমের কাছে জেলা শিক্ষা আধিকারিক জানান, সিপাহীজলা জেলার মোট ৬৬৯টি সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের প্রায় ৮০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকর করা হবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনা

পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার সচেষ্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগষ্ট ।। সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে আত্মসমর্পণ করে যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে তাদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার সব সময়ই চেষ্টা করছে। তাদের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল। এবিষয়ে যে গাইডলাইন আছে তা রূপায়ণের কাজ টেকনিক্যাল পার্সনরা দেখছেন। সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীও এবিষয়ে বার বার কথা বলছেন, চেষ্টা করছেন। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে উল্লেখ পর্বে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার আনা একটি নোটিশের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার আনা মূল নোটিশটি ছিল ২২ আগস্ট ২০২৬ আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় প্রথম পাতায় প্রকাশিত "প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরায় ৭২ ঘন্টা চাকা বন্ধের হুশিয়ারি প্রাক্তন জঙ্গীদের শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে"।

এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, আত্মসমর্পণকারী ক্যাডারদের পুনর্বাসন এবং ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং এনএলএফটি (বিএম), এনএলএফটি (পিডি), এনএলএফটি (ওআরআই) ও এটিটিএফ-এর প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওএস) স্বাক্ষরিত হয়। এরমধ্যে এনএলএফটি (বিএম) -এর ৬৯ জন, এনএলএফটি (পিডি) এর ১৬ জন এনএলএফটি (ওআরআই) এর ৩ জন এবং এটিটিএফ এর ৩ জন।

প্রত্যেক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ-পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরে অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩১ আগষ্ট ।। দীর্ঘ চার দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন চণ্ডীপুর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা। এর পাশাপাশি পানীয় জলের সমস্যাও দেখা দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। দ্রুত বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে সোমবার কৈলাসহরের সেন্ট্রাল স্কুল রোডে সড়ক অবরোধ করেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাইমা নদী থেকে উদ্ধার বস্তাবন্দি ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩১ আগষ্ট ।। গন্ডাছড়া মহকুমার বক্করঘাট সংলগ্ন সাইমা নদী থেকে বস্তাবন্দি এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত মৃতদেহটির কোনও দাবিদারের সন্ধান মেলেনি। বর্তমানে মৃতদেহটি গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। জানা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় বক্করঘাট সংলগ্ন সাইমা নদীর জলে কিছু একটা ভাসতে দেখেন স্থানীয় পথচারীরা। সেই সময় নদীর জল থেকে দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছিল বলে জানা গেছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড় জমে যায়। পরে খবর দেওয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কা টমটমে চালক সহ আহত যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগষ্ট ।। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মেয়ে গাড়ি চালানো শেখার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ই-রিকশাসহ একাধিক ব্যক্তিকে ধাক্কা দেন। ওই ঘটনায় আজ সকালে আগরতলার আখাউড়া রোড এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে এবং গাড়ি চালানোর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগষ্ট ।। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল নিরাপত্তা বাহিনী। সোনামুড়া থানার পুলিশ, ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং ১১ নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর-এর যৌথ অভিযানে মতিনগর উত্তরপাড়া এলাকা থেকে মোট ৭৭৭ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীররাতে মতিনগর উত্তরপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। অভিযানে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে একাধিক ড্রামের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। মোট ২৯ টি ড্রাম উদ্ধার করা হয় এদিন। পরে সেগুলির ওজন করা হলে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭৭ কেজি ৬০০ গ্রাম।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের সামনে থেকেই অভিযুক্তের পালানোর অভিযোগ আটক এক

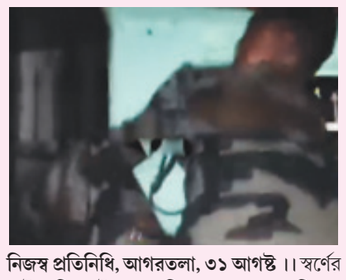

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগষ্ট ।। স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের অভিযোগে রাতে অভিযান চালিয়ে ফের অস্বস্তিতে পড়ল পুলিশ। এনসিসি থানার পুলিশ বিটারবন এলাকায় অভিযান চালানোর সময় পুলিশের সামনেই অভিযুক্ত উত্তম দেব পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কয়েকজনের খোঁজে রাতে বিটারবন এলাকায় অভিযান চালায় এনসিসি থানার পুলিশ। অভিযানের সময় উত্তম দেব নামে এক অভিযুক্ত পুলিশের উপস্থিতির মধ্যেই পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে।

পরবর্তী সময়ে তিন অভিযুক্তের মধ্যে এক যুবককে আটক করতে সক্ষম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন মাস ধরে বিকল হাসপাতালের এক্সরে মেশিন

বিশালগড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩১ আগষ্ট ।। তিন মাস ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের একমাত্র এক্সরে মেশিন। ফলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের এক্সরে পরিষেবা পেতে বাধ্য হয়ে বাইরে যেতে হচ্ছে। এতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সিপাহীজলা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা বিশালগড়। এই মহকুমায় প্রায় দুই লক্ষ মানুষের বসবাস। মহকুমা স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠান বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল। কিন্তু হাসপাতালের একমাত্র এক্সরে মেশিনটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল থাকায় ব্যাহত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এই পরিষেবা।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের অভিযোগ, এক্সরে পরিষেবা বন্ধ থাকায় বাইরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পরীক্ষা করাতে হচ্ছে। এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে পকেট থেকে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্নআয়ের রোগীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অরিজিৎ সিনহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এক্সরে মেশিনটি বিকল থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের অধীনে 'মেডিসিটি' নামে একটি সংস্থা হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও সারাইয়ের দায়িত্বে রয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 01-09-2026, 01:21

জাগরণ
আগরতলা ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
১৪ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ভারত আজ 'বিশ্বগুরু

ভারত কোনো 'মহাশক্তিধর' বা পরাশক্তি রাষ্ট্র হিসেবে শক্তিপ্রদর্শন করিতে চায় না। নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বমানবতার সেবা করিবার নিজস্ব স্বভাব ও সংস্কৃতির গুণেই ভারত আজ 'বিশ্বগুরু' হইয়া উঠিয়াছে।তিনি জোর দিয়া বলেন যে, ভারতের উত্থানের আসল অর্থ হইলো আরও ঐক্যবদ্ধ এবং মুক্ত এক মানবসমাজ গড়িয়া তোলা।ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তিই হইলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা।ইতিহাসকে স্মরণ করাইয়া তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি কখনোই কোনো দেশ জয় করিতে বা কাহারও ধর্ম পরিবর্তন করাইতে যায়নি। ভারত যেখানেই গিয়াছে, গণিত, আয়ুর্বেদ এবং সভ্যতার মূল্যবোধের মতো জ্ঞান বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছে।আন্তর্জাতিক মানবিক সংকটের সময় ভারতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের জামনগরের মহারাজা কর্তৃক আশ্রয় দেওয়ার ঐতিহাসিক উদাহরণটি তুলিয়া ধরেন। ভারতের লক্ষ্য আধিপত্য বিস্তার করা নয়, বরং জ্ঞান ও সেবার মাধ্যমে বিশ্বের কল্যাণসাধন করা।ভারত কখনও মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হওয়ার তাগিদ দেখায়নি। তাই মহাশক্তি হয়েও ওঠেনি। কানাডা টরন্টোয় আয়োজিত 'হিন্দু বিশ্ব বন্ধু' সভায় সোমবার এই দাবি করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "মানবতার সেবা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির গুণেই ভারত আজ বিশ্বগুরুর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।টরন্টোর সভায় ভাগবত বলেন, "ভারতকে মহাশক্তি বলতেই পারেন, কিন্তু ভারত তা নয়। ভারত বিশ্বের সেবা করেছে এবং সেই কাজের ফলশ্রুতিতেই বিশ্বগুরু হয়েছে, মহাশক্তি নয়।" সরসংঘচালকের দাবি, বিশ্ব জুড়ে আধিপত্য বিস্তার নয়, মৈত্রীর বন্ধনে মুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই ভারতের চিরকালীন ঐতিহ্য। ভাগবত দাবি করেন, ভারতীয় বা হিন্দুরা ইতিহাসের কোনও সময়েই অন্য কোনও দেশ আক্রমণ বা জয় করতে যায়নি এবং কাউকে ধর্মান্তরিতও করেনি। তাঁর কথায়, "মেক্সিকো থেকে সাইবেরিয়াযেখানেই তাঁরা গিয়েছেন, গণিত, আয়ুর্বেদের জ্ঞানের চর্চা এবং মানবিক মূল্যবোধের নিদর্শন তৈরি করেছেন।"ভারতের মানবিক মূল্যবোধের উদাহরণ দিতে গিয়ে ভাগবত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোল্যান্ডের শরণার্থীদের আশ্রয় দান থেকে হালফিলে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের নাগরিকদের উদ্ধারের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, "বিপদাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো ভারতের চিরকালীন ঐতিহ্য।" প্রসঙ্গত, ১৯২৫ সালে তৈরি হওয়া আরএসএস-এর শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন চলছে। তার অঙ্গ হিসেবে বিদেশেও বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করবেন ভাগবত। কানাডা সফরের আগে বিশ্বব্যাপী জনসংযোগ কর্মসূচিতে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়্যারে সভা করেছেন তিনি। নিউ ইয়র্কের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাগবত সভা করুন, চাননি সে শহরের মেয়র জোহরান মামদানি। কিন্তু ওই সভা থেকেই সরসংঘচালক বলেছিলেন, কোনও হিন্দু যদি ভাবেন মুসলিমদের ভারতে থাকা উচিত নয়, তবে সেই ব্যক্তি হিন্দুই নন।

বিশ্বগুরু" শব্দটির অর্থ হইলো "বিশ্বের শিক্ষক"। প্রাচীনকাল থেকেই ভারত তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান, দর্শন এবং মানবতার সেবার মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে এক অনন্য স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। সমসাময়িক ভূ-রাজনীতি এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ভারতকে যে কারণে "বিশ্বগুরু" হিসাবে অভিহিত করা হয়।ভারতের মূল শক্তি তাহার ভৌগোলিক বা সামরিক আধিপত্যে নয়, বরং তার গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং দর্শনের মধ্যে নিহিত। প্রাচীন বেদ, উপনিষদ, ভগবদ গীতা এবং বুদ্ধ-মহাবীরের অহিংসার বাণী বিশ্বকে সহনশীলতা ও মানসিক শান্তির পথ দেখাইয়াছে। "বসুধৈব কুটুম্বকম" সমগ্র বিশ্বই একটি পরিবারএই জীবনদর্শন আজ বিশ্বমঞ্চে ভারতের মূল পরিচয়। ভারত ঐতিহাসিকভাবে কোনো দেশ আক্রমণ বা জয় করিতে যায়নি, বরং নিপীড়িত মানুষকে আশ্রয় দিয়াছে এবং বিপদে সাহায্য করিয়াছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী সংকটের সময় (যেমনপ্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী) বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ওষুধ ও মানবিক সহায়তা পৌঁছিয়া দিয়া ভারত "বিশ্বের সেবক" হিসাবে নিজের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করিয়াছে। ভারতের প্রাচীন সুস্বাস্থ্য চর্চার পদ্ধতিযোগ এবং আয়ুর্বেদআজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। প্রতি বছর ২১শে জুন "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস" পালনের মাধ্যমে ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে বিশ্ববাসী আপন করিয়া নিয়াছে। প্রাচীন ভারতের নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল বিশ্বশিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। গণিতে শূন্য এবং দশমিকের আবিষ্কার, আর্যভট্ট বা ভাস্করাচার্যের জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের মতো জ্ঞানভাণ্ডার আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি গঠনে সাহায্য করিয়াছে।তবে "বিশ্বগুরু" শব্দবন্ধটি আধুনিক রাজনীতি ও বৈদেশিক কূটনীতিতে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সমালোচক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটি অংশের মতে, ভারত এখনো সম্পূর্ণভাবে "বিশ্বগুরু" হয়ে ওঠার পথে অগ্রসরের পর্যায়ে রয়েছে, কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং সামাজিক সূচকগুলোর আরও উন্নতির প্রয়োজন রহিয়াছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বমঞ্চে ভারতের সহযোগিতামূলক মনোভাবকে বোঝাইতে সরকারের পক্ষ থেকে একে অনেক সময় "বিশ্বমিত্র" হিসেবেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বস্তি সমবায় সমিতির জমি বণ্টন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: কাঞ্চনপুরের শ্রীরামপুর এলাকায় স্বস্তি সমবায় সমিতির জমি বণ্টনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের বিরোধের অভিযোগ উঠেছে। জমির নথিপত্র খতিয়ে দেখে প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ এবং ন্যায্য বণ্টনের দাবিতে এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন এলাকার বাসিন্দা সুব্রত নাথ।

সুব্রত নাথের অভিযোগ, শ্রীরামপুর এলাকার গুরুসদয় নাথ ও কৃপাশু নাথের নামে থাকা মোট ৩ একর ৪৭ শতক জমি পরবর্তীতে কাকা-ভাতিজার মধ্যে ভাগ হয়। এরপর কৃপাশু নাথের চার ভাইয়ের মধ্যে জমি বণ্টনের কথা থাকলেও তাঁর এক ভাই বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর ধরে নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি সুব্রতর। ওই ব্যক্তির স্ত্রী নিঃসন্তান হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁর জমির অংশ পাওয়া যায়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।একইসঙ্গে কৃপাশু নাথের তিন ভাইয়ের মধ্যে জমি সমানভাবে বণ্টন না হওয়ার অভিযোগও সামনে এনেছেন সুব্রত নাথ। তাঁর দাবি অনুযায়ী, বলরাম নাথের নামে ১০৭ শতক, হিমাংশু নাথের নামে ১৫ শতক এবং শিতাংশু নাথের নামে মাত্র ১২ শতক জমি রয়েছে। এতটা অসম বণ্টনের কারণ কী, তা নিয়ে স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।সুব্রত নাথ জানান, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কাঞ্চনপুরের স্বস্তি সমবায় সমিতি এবং কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে আবেদন ও যোগাযোগ করা হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রশাসনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর আবেদন, জমির যাবতীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখে প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ করা হোক এবং দীর্ঘদিনের এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত অধিকারীদের ন্যায্য অংশ নিশ্চিত করা হোক।

দশ হাতে অস্ত্র, অথচ অসুর চিনতে এত ভয়

বাংলার ভক্তি-সংস্কৃতিতে দেবীকে নিজের করে নেওয়ার এই দীর্ঘ ঐতিহ্যই তো আছে। তাহলে একজন শিল্পী যখন আজকের একজন মায়ের মুখে দুর্গাকে খুঁজে পান, তখন এত আপত্তি কেন? শৌভিক দে

লকডাউনের সময় একটা ছবি খুব মনে আছে। তপ্ত পিচের রাস্তা। চারপাশে স্তব্ধতা। সামনে দীর্ঘ হাইওয়ে। সেই রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছেন এক নারী। কোলে দুধের শিশু। মাথার উপর চড়া রোদ। সামনে কত মাইল পথজানা নেই। পেছনে ফেরারও উপায় নেই। কোনও শাস্ত্রজ্ঞ তাঁর হাত ধরতে এগিয়ে আসেননি। কোনও ধর্মরক্ষক তাঁর জন্য মণ্ডপ বাননানি। কোনও রাজনৈতিক নেতা পাশে দাঁড়িয়ে বলেননি, 'মা, ভয় পেয়ো না।' কিন্তু একজন শিল্পী থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই নারীকে তিনি ক্যানভাসে তুলে আনলেন। আর একদিন সেই ছবি হয়ে উঠল দুর্গা।

মুকুট নেই। ঝলমলে বেনারসি নেই। সোনার গয়না নেই। হাতে ত্রিশূলও নেই। আছে শুধু একটি শিশু। আর তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মায়ের সমস্ত শক্তি। ব্যস! তাতেই বিপদ।একদল ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মবোধে যেন ভূমিকম্প শুরু হল। মা দুর্গাকে নাকি 'ভিখারি' সাজানো হয়েছে! সনাতন ধর্মের অপমান! দেবীর অবমাননা!

তখন একটা ছোট প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেদেবী দুর্গাকে আমরা ঠিক কোথায় খুঁজি? মণ্ডপের প্রতিমায়, না কি সেই মায়ের মধ্যে, যিনি সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পৃথিবীর সঙ্গে লড়েন? প্রশ্নটা একেবারেই নতুন নয়। বাঙালির দেবী কোনওদিনই দূরের, অপরিচিত কেউ ছিলেন না। রামপ্রসাদ তাঁকে ঘরের মেয়ে করেছেন। কখনও অভিমান করেছেন, কখনও বকেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেও কালী ছিলেন দূরের দেবতা ননছিলেন আপনজন। বাংলার ভক্তি-সংস্কৃতিতে দেবীকে নিজের করে নেওয়ার এই দীর্ঘ ঐতিহ্যই তো আছে।তাহলে একজন শিল্পী যখন আজকের একজন মায়ের মুখে দুর্গাকে খুঁজে পান, তখন এত আপত্তি কেন? সমস্যাটা কি সত্যিই দেবীর? নাকি আমাদের? শ্রীশ্রীচণ্ডীর সেই বহুচর্চিত পংক্তি মনে পড়ে'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।'/দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে বিরাজ করেন।/সর্বভূতে।/শুধু মণ্ডপের বেদিতে নয়। তাহলে ইটভাটায় কাজ করা সেই মা, যিনি শিশুকে পিঠে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেনতিনি কোথায়? যে মা স্বামীর সঙ্গে শহরে এসে অচেনা জায়গায় সংসার পাতেনতিনি কোথায়?যে মা লকডাউনে সবকিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শিশুকে কোলে নিয়ে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটেনতিনি কোথায়? তাঁদের মধ্যে দেবীকে দেখতে গেলে আমাদের ধর্মবোধে এত অস্বস্তি কেন? হয়তো কারণ, মাটির দুর্গাকে পুজো করা সহজ।মাটির দুর্গা কোনও প্রশ্ন করেন না।রক্তমাংসের দুর্গা করেন। আর সেই জন্যই সম্ভবত তিনি বেশি অস্বস্তিকর। আমরা দুর্গার দশ হাত নিয়ে গর্ব করি। দশ হাতে দশ অস্ত্রত্রিশূল, চক্র, শঙ্খ, গদা, ধনুক-বাণ, বজ্র, খড়্গ

অস্ত্র দেখলেই আমাদের চোখ চকচক করে। কিন্তু অস্ত্রগুলোর দিকে একটু অন্যভাবে তাকানো যায় না? ত্রিশূল শুধু লোহার তিনটি ধার নয়শক্তির ভারসাম্যের প্রতীক হতে পারে। চক্র ন্যায়ের অনিবার্য গতি। শঙ্খ জাগরণের আহ্বান। গদা অহংকার ভাঙার শক্তি। ধনুর্বাণ লক্ষ্যভেদী একাগ্রতা। বজ্র অটল থাকার ক্ষমতা। খড়্গ অজ্ঞতার অন্ধকার কেটে ফেলার প্রতীক। তাহলে দুর্গার অস্ত্রগুলো আর নিছক অস্ত্র থাকে না। তারা হয়ে ওঠে মানুষের ভিতরের শক্তির ভাষা। আর সেই ভাষাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে লকডাউনের সেই মায়ের হাতে অস্ত্র না থাকলেও তিনি কি অস্ত্রহীন ছিলেন? কোলে সন্তান নিয়ে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে যে নারী হাঁটতে পারেন, তাঁর কাছে ত্রিশূলের কী দরকার?

তাঁর দুই হাতই যথেষ্ট।এক হাতে সন্তান। অন্য হাতে পৃথিবী। এখানেই শিল্পের কথাটা আসে। শিল্প কি শুধু সুন্দর জিনিস বানাবে?শিল্প কি শুধু চোখকে আরাম দেবে? শিল্প কি শুধু ধূপ-ধুনো, আলো আর আলোকসজ্জার মধ্যে নিরাপদে বসে থাকবে? বাংলার দুর্গাপুজোর ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। মহম্মদ আলি পার্কের কথা ধরা যাক। একসময় সেই পুজোর প্রতিমা দেখতে কলকাতার মানুষ ভিড় করত। প্রতিমা গড়তেন প্রবাদপ্রতিম মৃৎশিল্পী অলোক সেন। তাঁর প্রতিমায় দুর্গার হাতে চিরাচরিত অস্ত্র থাকত, কিন্তু অসুরের মুখে কখনও কখনও ফুটে উঠত সমকালীন সমাজ-রাজনীতির পরিচিত মুখের ব্যঙ্গাত্মক ছায়া। অর্থাৎ অসুর শুধু পুরাণে ছিল না। অসুর তখন আমাদের চারপাশেও হাঁটত।

২০০৪ সালে আমি নিজে অলোক সেনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তার আগে বেশ কয়েক বছর তিনি মহম্মদ আলি পার্কের প্রতিমা তৈরি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছিলমৃৎশিল্পীর হাতেও সময়কে দেখার চোখ থাকে। প্রতিমা শুধু পুজোর বস্তু নয়।সে সময়েরও দলিল হতে পারে। তখন এসব নিয়ে মানুষ আলোচনা করত, হাসত, মজা পেত। শিল্পীর রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নিয়ে কৌতূহল তৈরি হতো।

আজ? আজ কোনও শিল্পী যদি অসুরের মুখে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রী বা ক্ষমতাবান রাজনৈতিক চরিত্রের আদল বসান, শিল্প নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্ন উঠতে পারে 'ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে কি না।'

আসলে সমস্যা দুর্গার দশ হাতে নয়। সমস্যা আমাদের একজোড়া চোখে। আমরা দুর্গার হাতে ত্রিশূল দেখতে পাই, কিন্তু শ্রমজীবী নারীর হাতে ধরা কোদাল দেখতে পাই না। দুর্গার বজ্র দেখতে পাই, কিন্তু সন্তানের জন্য সারাদিন কাজ করে যাওয়া মায়ের ক্লান্ত হাত দেখতে পাই না। দুর্গার অভয়মুদ্রা দেখতে পাই, কিন্তু সেই মাকে দেখি না, যিনি নিজের ভয় গিলে সন্তানকে বলেন 'ভয় পেয়ো না।'

দুর্গার খড়্গ দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনতে পাই না। আমরা দেবীর শক্তিকে পাথর, মাটি আর ধাতুর মধ্যে বন্দি করে ফেলেছি। তারপর সেই শক্তির মালিকানা নিয়েও নিজেদের মধ্যে মারামারি করছি। অথচ দেবী যদি সত্যিই 'সর্বভূতেষু' থাকেন, তাহলে তাঁকে মণ্ডপের বাইরে খুঁজতে হবে। রাস্তার ধারে। কারখানায়। ইটভাটায়। রেললাইনের পাশে। পরিযায়ী শ্রমিকের অস্থায়ী ঘরে। একজন মায়ের কোলে। আর কখনও কখনও একজন শিল্পীর ক্যানভাসে। সেই শিল্পী যখন পরিচিত দেবীর মুখ সরিয়ে আমাদের সময়ের একজন মায়ের মুখ বসান, তখন তিনি দেবীকে ছোট করেন না।বরং হয়তো আমাদের চোখ দুটো একটু বড় করে দেন। দুর্গার হাতে দশটি অস্ত্র আছে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি হয়তো কোনও অস্ত্রেই নেই। সেটা আছে অন্যায়ের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। সন্তানকে আগলে রাখার ক্ষমতায়। ভয়কে অতিক্রম করার ক্ষমতায়। আর প্রয়োজন হলে ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে বলার ক্ষমতায় 'তুমি যত বড়ই হও, অন্যায় করলে তুমি-ই অসুর।'

দেবীকে যদি সত্যিই মানতে হয়, তাহলে তাঁর সোনার গয়না গুনে লাভ নেই।তাঁর শক্তিটা চিনতে হবে।নইলে মণ্ডপে যতই আলো জ্বালাই, যতই সোনা পরাই, যতই অস্ত্র সাজাই দেবী থাকবেন মাটির প্রতিমায়, আর তাঁর শক্তি পড়ে থাকবে মণ্ডপের বাইরে।

শতবর্ষে আকাশবাণী কলকাতা স্মৃতির বিস্তার;ভবিষ্যতের ধ্বনী..

সুনীল মাইতি (বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

কলকাতার বাতাসে সুর আর শব্দের এক অদৃশ্য জাল বোনা আছে বহু দশকের। সেই জালের কেন্দ্রবিন্দু গ্যারাস্টিন প্লেস কিংবা বিধান সরণির 'আকাশবাণী ভবন'। সময়টা ১৯২৭ সালের ২৬ শে আগস্ট। ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কম্পানির অধীনে ১ নম্বর গ্যারাস্টিন প্লেসের একটি ভাড়া বাড়িতে অতি সাধারণভাবে পথচলা শুরু করেছিল কলকাতা বেতার কেন্দ্র। পরবর্তীকালে যা রূপান্তরিত হয় 'আকাশবাণী কলকাতা'-য়। ভারতীয় উপমহাদেশের যোগাযোগ; সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল এই বেতার কেন্দ্রটি আজ তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ স্পর্শ করতে চলেছে২৬ শে আগস্ট। শতবর্ষে দাঁড়িয়ে আকাশবাণী কলকাতা কেবল একটি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার কেন্দ্র নয়; বরং আধুনিক বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও মানসিক বিকাশের এক দীর্ঘতম সারথি। বেতারের যাত্রা শুরুতে বাঙালির গৃহকোণে রেডিও পৌঁছানোটা ছিল এক বৈপ্লবিক ঘটনা। মারকনি-র তরঙ্গ প্রযুক্তিকে বাঙালির অন্তরের সুরের সাথে বেঁধে দিয়েছিলেন একদল রূপকার। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; পঙ্কজ কুমার মল্লিক; বাণীকুমার; রায়চাঁদ বড়াল- এঁদের যৌথ সাধনায় বেতার কেবল সংবাদ প্রচারের যন্ত্র থাকে নি; হয়ে উঠেছিল শিল্পের নন্দনকানন। ১৯৩১ সালে সূচনা ঘটেছিল সেই কালজয়ী সৃষ্টি 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত চণ্ডীপাঠ আর পঙ্কজ মল্লিকের সুরারোপে আশ্বিনের ভোরে যে স্বর্গীয় আবহ সৃষ্টি হয়েছিল; তা আজও বাঙালির শারদোৎসবের আবহমান আগমনী বার্তা। ৯৫ বছর পেরিয়ে আজও এক বারের জন্যও যার আবেদন ম্লান হয়নি; তা বিশ্ব সম্প্রচার ইতিহাসেরই এই এক বিরল অলৌকিক ঘটনা। আকাশবাণী কলকাতার অবদান কেবল সংগীত বা বিনোদনে সীমাবদ্ধ ছিল না; বাঙালি চিন্তন; সাহিত্য ও নাট্যচর্চাকে এটি এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এ কেন্দ্রের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। 'আকাশবাণী' নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া; যা পরে নিখিল ভারত বেতারের অফিশিয়াল নাম হিসেবে গৃহীত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; বনফুল; বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকদের নিয়মিত পদচারণা ছিল এখানে। বিশেষ করে 'বেতার নাটক' বাঙালির ড্রয়িংরুমে নাট্যচর্চার নতুন ব্যাকরণ তৈরি করেছিল। 'শ্রীমন্ত'; 'পল্লীসমাজ'; বা বিভিন্ন শ্রুতিনাটকের সম্প্রচার লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। শিশু ও কিশোরদের জন্য 'শিশু মহল' কিংবা 'গল্পদাদুর আসর' তৈরি করেছিল এক নতুন কল্পলোক। সংবাদ সম্প্রচার বা সামাজিক দায়বদ্ধতায় আকাশবাণী কলকাতার ভূমিকা ঐতিহাসিক। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে আকাশবাণী কলকাতা কেবল একটি প্রচার মাধ্যম ছিল না; ছিল মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠস্বর। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'সংবাদ পরিক্রমা' এবং বিশেষ সংবাদ পর্যালোচনা শোনার জন্য ওপার এবং এপার বাংলার মানুষ অধীর আগ্রহে রেডিওর নব ঘোরাতেন। সীমানার প্রাচীর ভেঙে শব্দ কিভাবে দুটি বাংলার মানুষকে এক সূত্রে বাঁধতে পারে; তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ছিল সেই দিনগুলি। রাজনৈতিক অস্থিরতা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাঙালির কাছে কোনো খবরের নির্ভরযোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি ছিল; "খবরটা কি আকাশবাণীতে দিয়েছে?"

কৃষি ও পল্লীউন্নয়নে আকাশবাণী কলকাতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'পল্লীমঙ্গল' এবং 'কৃষি কথা' অনুষ্ঠানগুলি গ্রাম বাংলার চাষী ও সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি; স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। শহরকেন্দ্রিক মিডিয়ার যুগেও আকাশবাণী বরাবরের জন্য গ্রামীণ জনজীবনের পালস ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

তবে শতবর্ষের এই গৌরবজ্জ্বল মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আত্মতুষ্টির স্থান নেই; সময় এসেছে এক কঠিন আত্মসমীক্ষার। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির প্রবল জোয়ার; ডিজিটাল মিডিয়ার আগ্রাসন; স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের যুগে তথাকথিত 'রেডিও কালচার' আজ এক তীব্র সংকটের মুখে। যে মিডিয়ামটি ছিল দৃশ্যহীন অথচ কল্পনাময়; তা আজ দৃশ্যভিত্তিক এবং অতি-দ্রুত বিনোদনের যুগে শ্রোতা হারাচ্ছে- এমন অভিযোগ সর্বত্র। গ্যারাস্টিন প্লেসের ঐতিহ্যবাহী ভবনটি আজ আর নেই; আর বিধান সরণীর ভবনটিতেও আধুনিকতার প্রলেপ পড়লেও কোথাও যেন এক অদৃশ্য শূন্যতা গ্রাস করছে।

কিন্তু শতবর্ষের বার্তা কি কেবলই অতীত রোমন্থন? একেবারেই নয়। আকাশবাণী কলকাতার শক্তি তার প্রামান্যতায়; তার বিশুদ্ধতায়। আজকের ফেক নিউজ ও চাঞ্চল্যকর মিডিয়ার ভিড়ে আকাশবাণীর সংবাদের নিরপেক্ষতা এবং ভাষার শুদ্ধতা আজও অতুলনীয়। এই শক্তিকে মূলধন করেই তাকে নতুন যুগে পা রাখতে হবে। রেডিও আজ আর কেবল একটি কাঠের বাক্সে সীমাবদ্ধ নেই; তা চলে এসেছে পডকাস্ট; মোবাইল অ্যাপ (যেমন News On Air) এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। আকাশবাণী কলকাতার কাছে যে অমূল্য এবং বিরল আর্কাইভ (আর্কাইভাল অডিও) রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠ; নেতাজীর ভাষণ; শাস্ত্রীয় সংগীতের মহিরুহদের পরিবেশনা; কালজয়ী নাটক-তা আধুনিক ডিজিটাল ফরম্যাটে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া শতবর্ষের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত।

শ্রোতা অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই; কিন্তু ভালো কনটেন্টের চাহিদা কমেনি। এফএম বাংলা বা অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে উপস্থাপনায় তরুণ প্রজন্মের উপযোগী সতেজতা আনা প্রয়োজন;তবে তা যেন ঐতিহ্য ও ভাষার মানকে ক্ষুন্ন না করে। আকাশবাণী কলকাতাকে আবার হয়ে উঠতে হবে চিন্তাশীল আলোচনা; বিশুদ্ধ সংগীত এবং সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার মুক্তাঙ্গন। ১০০ বছর আগে যে তরঙ্গের সূচনা হয়েছিল; তা থামেনি। সময়ের সাথে সাথে শুধু তার মাধ্যম বদলেছে। শতবর্ষের এই ঐতিহাসিক ক্ষণে দাঁড়িয়ে আকাশবাণী কলকাতা কেবল একটি স্মারক স্তম্ভ নয় বরং এক চলমান ইতিহাস। প্রযুক্তি বদলাবে; কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের শব্দের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের যে আত্মিক যোগসূত্র আকাশবাণী কলকাতা গড়ে তুলেছে; তা অমলিন। আকাশবাণী সুরময় বার্তা যেন নতুন শতকেও বিশ্বজুড়ে বাঙালির হৃদয়ে অনুরণিত হয় "এটি আকাশবাণী কলকাতা; খবর পড়ছি"

রামচন্দ্রপুর; মেচেদা; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার- ৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০৪.৪৫ কিলোমিটার রাস্তা ইতিমধ্যেই ডাবল লেনে উন্নীত, আরও রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: ত্রিপুরায় ইতিমধ্যেই ২০৪.৪৫ কিলোমিটার রাস্তা ডাবল লেনে উন্নীত করা হয়েছে। বাকি রাজ্য সড়কগুলিও পর্যায়ক্রমে ডাবল লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে জমি ও অর্থের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করবে এই কাজের বাস্তবায়ন। সোমবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা।বিজেপি বিধায়ক তফাজ্জল হোসেনের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের অবশিষ্ট স্টেট হাইওয়েগুলিকে নির্ধারিত মান অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডাবল লেনে উন্নীত করা। তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও আর্থিক সংস্থানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান তিনি।তফাজ্জল হোসেন বিশ্রামগঞ্জ-মেলাঘর-সোনামুড়া-বিলোনিয়া সড়কের বিকল্প রুটের প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে, বিশালগড়, বক্সনগর ও সোনামুড়া হয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হলে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র উপকৃত হবে। পাশাপাশি গোমতী নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমবে এবং মেলাঘর থেকে সোনামুড়ার মধ্যবর্তী এলাকাগুলিকে ভবিষ্যতের বন্যাজনিত সমস্যা থেকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে।

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিশালগড়, বক্সনগর এবং আমতলী-সাবরুম রুটকে পূর্ণাঙ্গ ডাবল লেন হিসেবে উন্নীত করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। তবে এর জন্য অর্থের সংস্থান প্রয়োজন। রাজ্যের বেশ কিছু সড়কে বর্তমানে সিঙ্গল, ইন্টারমিডিয়েট এবং ডাবল লেন মিলিয়ে বিভিন্ন অংশ রয়েছে। নির্ধারিত প্রযুক্তিগত মান অনুযায়ী সেগুলি পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা হবে।

এদিকে সিপিআই(এম) বিধায়ক দীপঙ্কর সেন রাজ্যের বিদ্যমান ফ্লাইওভার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি উদয়পুর, তেলিয়ামুড়া এবং বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো যোগাযোগের পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি জানান। একইসঙ্গে শান্তিরবাজার-বিলোনিয়া সংযোগ সড়কের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও জানতে চান তিনি।

এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিমানবন্দর থেকে আমতলী পর্যন্ত বর্তমান ফ্লাইওভার সম্প্রসারণের কোনো পরিকল্পনা বর্তমানে পূর্ত দফতরের নেই। পরিবর্তে ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী থেকে সিএডি চৌমুহনী, শঙ্কর চৌমুহনী ও দুর্গা চৌমুহনী হয়ে কাটারতল পর্যন্ত এবং সেখান থেকে রাধানগর বাসস্ট্যান্ড ও বটতলার দিকে সংযোগসহ প্রায় ৩.৯৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নতুন ডাবল লেন ফ্লাইওভার নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রস্তাবিত ফ্লাইওভারের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, লে-আউট পরিকল্পনা, প্রাক্কলন এবং জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অর্থ দফতরের অনুমোদন পাওয়ার পর প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এছাড়া আইজিএম চৌমুহনী থেকে সার্কিট হাউস পর্যন্ত প্রায় ২.৯০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্লাইওভারের আগের প্রস্তাবের কথাও বিধানসভায় তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫৯৩.৩৩ কোটি টাকা। তবে বিদ্যমান ভবনগুলির ওপর প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় ওই পরিকল্পনায় সমস্যা দেখা দেয়। ফলে বিকল্প রুট নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য আগে ৬৫ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছিল বলেও জানান তিনি।

তিপরা মথার বিধায়ক সঞ্জয় ত্রিপুরা করবুক-শান্তিরবাজার এবং তীর্থমুখ-গণ্ডাছড়া শর্টকাট রুট ডাবল লেনে উন্নীত করার দাবি জানান। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শান্তিরবাজার থেকে এনএইচ-২০৮ পর্যন্ত সড়কটি উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর কাছে অর্থায়নের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

এছাড়াও বিধায়করা আমবাসা-গণ্ডাছড়া, গণ্ডাছড়া-আমরপুর হয়ে তালছড়া এবং চম্পকনগর-উদয়পুর হয়ে জম্পুইজলা সড়কগুলির অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, শুধুমাত্র দাবি উঠলেই কোনো রাস্তা ডাবল লেনে উন্নীত করা যায় না। রাস্তা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিষয় এবং যানবাহনের চাপ বিবেচনা করতে হয়।ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেসের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী পিসিইউ-র ট্রাফিক ভলিউমের ভিত্তিতে সিঙ্গল, ইন্টারমিডিয়েট এবং ডাবল লেনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, যানবাহনের চাপ, প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, জমির প্রাপ্যতা এবং আর্থিক সংস্থানের বিষয়গুলি বিবেচনা করেই ভবিষ্যতে রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তা ও ফ্লাইওভার প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রাক্তন ডিজিপির ‘সুইসাইড নোট’ লোপাটের অভিযোগ, তথ্য গোপনের অপরাধে মুখ্যমন্ত্রীকে বহিষ্কারের দাবি সুদীপ রায় বর্মনের

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ফের চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এবার ডিজিপির কথিত ‘সুইসাইড নোট’ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। উল্লেখ্য, সুদীপ রায় বর্মনের এই প্রশ্নে উত্তাল হয়ে উঠে আজ বিধানসভা অধিবেশন। একসময় তাঁকে আজকের অধিবেশন থেকে বহিস্কার করা হয়। প্রতিবাদে বিধানসভা বয়কট করছেন বিরোধীরা। তারপরেই সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তাঁর দাবি, মৃত্যুর পর ডিজিপির টেবিল থেকে একটি সুইসাইড নোট নিখোঁজ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁর ব্যবহৃত ইউনিফর্মের পকেট থেকে সেই নোট পাওয়া গেছে বলে ডিজিপির স্ত্রীকে জানানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তদন্তের স্বচ্ছতা, নথি সংরক্ষণ এবং গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, ডিজিপির অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রথম দিন থেকেই তিনি ঘটনাটিকে স্বাভাবিকভাবে দেখার পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁর বক্তব্য, ঘটনাটি যদি আত্মহত্যা হয়েও থাকে, তাহলেও একজন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক কী পরিস্থিতিতে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করাই তদন্তের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সুদীপ রায় বর্মনের দাবি অনুযায়ী, ডিজিপির স্ত্রী আগরতলায় আসার পর তাঁকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ডিজিপির টেবিলে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনকি বারবার খোঁজার পরও নোটটি মেলেনি বলে তাঁকে জানানো হয়েছিল বলে দাবি করেন বিধায়ক।

এরপর ডিজিপির ব্যবহৃত পোশাক তাঁর স্ত্রীকে দেওয়ার সময় ইউনিফর্মের পকেট থেকে কথিত সেই সুইসাইড নোট উদ্ধার হয় বলে দাবি করেন তিনি। এই ঘটনাক্রম নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর বক্তব্য, টেবিলে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি কীভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল এবং পরে কীভাবে সেটি মৃত পুলিশ আধিকারিকের ইউনিফর্মের পকেট থেকে পাওয়া গেল, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

বিধায়কের আরও দাবি, ওই নোটে এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে, যা প্রকাশ্যে এলে সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির জন্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যদিও নোটে ঠিক কী লেখা ছিল, সে বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করেননি তিনি।

ডিজিপির মৃত্যুর পর ঘটনাটিকে পারিবারিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর বক্তব্য, মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডিজিপির ছেলের বিয়ে সংক্রান্ত পারিবারিক কোনও বিরোধের বিষয় সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে তিনি শুনেছেন। তাঁর প্রশ্ন, যদি কথিত সুইসাইড নোটে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বা কোনও পারিবারিক বিষয় উল্লেখ থাকে, তাহলে সেই নোট গোপন রাখার প্রয়োজন কেন হবে? তদন্তের স্বার্থেই নোটটি পরীক্ষা করে তার বিষয়বস্তু সামনে আনা উচিত বলে দাবি করেন তিনি।এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহার ভূমিকা নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, বিধানসভায় ডিজিপির অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং তদন্তের বিষয়টি নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যকে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বলে খণ্ডন করেননি।

সুদীপ রায় বর্মনের দাবি, তিনি বিধানসভায় স্পষ্টভাবে বলেছিলেনতাঁর বক্তব্য অসত্য হলে মুখ্যমন্ত্রী যেন দাঁড়িয়ে তা খণ্ডন করেন। এমনকি নিজের বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হলে বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করার কথাও তিনি বলেছিলেন বলে দাবি করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের সরাসরি প্রতিবাদ করেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর নৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, ডিজিপির মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কতটা অবগত ছিলেন এবং কথিত সুইসাইড নোটের বিষয়টি তাঁর জানা ছিল কি না, তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

ডিজিপির অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও গুরুতর অভিযোগ করেন সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর বক্তব্য, পুলিশের সর্বোচ্চ স্তরের একজন আধিকারিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে যদি কোনও ধরনের প্রভাব বা হস্তক্ষেপ থাকে, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

তিনি বলেন, পুলিশের একজন শীর্ষ আধিকারিকের মৃত্যুর তদন্তে যদি গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আইন ও তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে আরও বড় প্রশ্ন তৈরি হয়।

সুদীপ রায় বর্মনের অভিযোগ, ডিজিপির মৃত্যুর প্রকৃত কারণকে আড়াল করার চেষ্টা হয়ে থাকলে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কথিত সুইসাইড নোটের হদিস, সেটি কোথায় ছিল, কীভাবে নিখোঁজ হল এবং পরে কীভাবে উদ্ধার হলএই সমস্ত বিষয় তদন্তের আওতায় আনা প্রয়োজন বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর দাবি, বিধানসভা অধিবেশনে তিনি কোনও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করেননি। বরং একজন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবি জানানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর বক্তব্য, বিধানসভা থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা বড় বিষয় নয়। কিন্তু ডিজিপির মৃত্যুর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ না পাওয়াই বেশি উদ্বেগের। এই ঘটনায় স্পিকারের ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপ রায় বর্মন আরও বলেন, বিষয়টি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজরে আনার চেষ্টা করা হবে। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি. এল. সন্তোষের ত্রিপুরা সফরের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর কাছে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, ডিজিপির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় যদি কথিত গুরুত্বপূর্ণ নথি গোপন বা সরিয়ে ফেলার ঘটনা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এর দায় নির্ধারণ করা জরুরি।

সবশেষে সুদীপ রায় বর্মন দাবি করেন, ডিজিপির অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া উচিত। কথিত সুইসাইড নোটের সত্যতা, সেটির অবস্থান পরিবর্তনের অভিযোগ এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণপ্রতিটি বিষয় তদন্ত করে জনসমক্ষে আনার দাবি জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, একজন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে যদি কোনও তথ্য গোপন করার অভিযোগ ওঠে, তাহলে তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। তাই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনার দাবি জানান তিনি।

কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে খাবারের দোকানে আগুন, ব্যাপক আতঙ্ক

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (আইএএনএস): কলকাতার ব্যস্ত শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে সোমবার সকালে একটি খাবারের দোকানে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা আহত হওয়ার খবর নেই।সকাল প্রায় ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ স্টেশন চত্বর যখন হাজার হাজার যাত্রীর ভিড়ে ঠাসা, তখন একটি খাবারের দোকান থেকে ঘন ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষ সেই সময় স্টেশনে উপস্থিত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন।ঘটনাস্থলে উপস্থিত দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানান, সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার কিছু আগে খাবারের দোকানটি থেকে ঘন ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ধোঁয়া প্রায় গোটা স্টেশন চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয় এবং অনেকে চিৎকার করে ছুটোছুটি শুরু করেন। খবর পাওয়ার পর দ্রুত তিনটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।তিনি জানান, আগুনের প্রকৃত তীব্রতার তুলনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের মাত্রা বেশি ছিল। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল, কারণ ওই খাবারের দোকানের পাশে একাধিক দোকান ও খাবারের স্টল রয়েছে, যেখানে দাহ্য সামগ্রী মজুত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রথমেই আগুন যাতে অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করাই দমকলের মূল লক্ষ্য ছিল। সেই কাজে তারা সফল হয়েছে বলে জানান তিনি।

দমকল আধিকারিকদের দাবি, যে দোকানে আগুন লেগেছে সেখানে ন্যূনতম অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। পাশাপাশি সেখানে পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থাও ছিল না বলে অভিযোগ।এক আধিকারিক বলেন, দমকল নিজেদের জল ব্যবহার করেই আগুন নেভানোর কাজ করছে। বাইরে থেকে আপাতত আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে না। তবে গোটা স্টেশন চত্বর এখনও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন রয়েছে।

শিয়ালদহ স্টেশন কলকাতা ও শহরতলির মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। উত্তর ও দক্ষিণদুই শাখার যাত্রীদের আনাগোনায় প্রতিদিনই স্টেশন চত্বরে বিপুল ভিড় হয়। ফলে ব্যস্ত সময়ে এই অগ্নিকাণ্ড ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে দুটি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মোট ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বীরভূমের তারাপীঠের একটি হোটেলে, যেখানে ন’জনের মৃত্যু হয়। অন্য ঘটনাটি ঘটে মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে, সেখানেও ন’জনের মৃত্যু হয়েছিল।

রাজস্থানে বিজেপির টিকিট বণ্টন নিয়ে ক্ষোভ, দুই মণ্ডল সভাপতি-সহ একাধিক নেতার ইস্তফা

জয়পুর, ৩১ আগস্ট (আইএএনএস): রাজস্থানের আসন্ন পুরনিগম কাউন্সিলর নির্বাচনের আগে টিকিট বণ্টনকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরে অসন্তোষ প্রকাশ্যে এল। আলওয়ারের চারটি মণ্ডলের মধ্যে দু’টির সভাপতি এবং তাঁদের নিজ নিজ কার্যনির্বাহী কমিটির একাধিক সদস্য পদত্যাগ করেছেন। তাঁদের পদত্যাগপত্র বিজেপির জেলা সভাপতি অশোক গুপ্তের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

এই দুই মণ্ডলের অধীনে আলওয়ারের ৬৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে মোট ৩৩টি ওয়ার্ড রয়েছে। শ্রী বিবেকানন্দ মণ্ডলের অধীনে ১৭টি এবং শ্রী কেশব মণ্ডলের অধীনে ১৬টি ওয়ার্ড রয়েছে। এ বিষয়ে বিজেপি জেলা সভাপতি অশোক গুপ্তের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

শ্রী বিবেকানন্দ মণ্ডলের সভাপতি জিতেন্দ্র সিং রাঠোর-সহ কার্যনির্বাহী কমিটির মোট ১৫ জন সদস্য পদত্যাগ করেছেন।

রাঠোর জানান, তিনি তাঁর স্ত্রী হুকুম কানওয়ারের জন্য ২৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপির টিকিট চেয়েছিলেন। কিন্তু দল ওই আসনে রামাকান্ত যাদবকে প্রার্থী করেছে বলে অভিযোগ। যাদব এর আগে অন্য একটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। প্রার্থী বাছাই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রাঠোর। তাঁর দাবি, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডটি সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হলেও সেখানে একজন ওবিসি প্রার্থীকে টিকিট দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে শ্রী কেশব মণ্ডলের সভাপতি মহেশ নিহালানি-সহ কার্যনির্বাহী কমিটির আটজন পদাধিকারী জেলা সভাপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, দলের নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে টিকিট বণ্টন করা হয়নি।

পদত্যাগী নেতাদের দাবি, দলের বৈঠকগুলিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে মণ্ডল সভাপতি এবং তাঁদের কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেই প্রার্থীদের চূড়ান্ত করা হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।

এদিকে পদত্যাগ করা নেতাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য রাজি করাতে সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত বিজেপির একাধিক নেতা তৎপর ছিলেন বলে জানা গেছে।

রাজ্যের মন্ত্রী সঞ্জয় শর্মার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিজেপির প্রবীণ নেতা সুরেশ মেহতাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এক পোস্টে তিনি ইঙ্গিত দেন, বিজেপির আর অভিজ্ঞ ও প্রবীণ নেতাদের প্রয়োজন নেই। তাঁদের বাড়িতে বসে থাকা উচিত, আর তাঁদের জায়গা নেওয়া উচিত ‘স্বার্থপর ব্যক্তি ও তোষামোদকারীদের’। আসন্ন পুরনিগম নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে মেহতার এই মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তিনি তাঁর অসন্তোষের নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেননি।

এদিকে বিজেপি ওবিসি মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিজেন্দ্র গুর্জরও সাংগঠনিক পদ এবং দলের প্রাথমিক সদস্যপদদুই পদ থেকেই ইস্তফা দিয়েছেন। জেলা সভাপতির কাছে দেওয়া পদত্যাগপত্রে তিনি দলের বর্তমান কার্যপ্রণালী নিয়ে কর্মীদের মধ্যে বাড়তে থাকা অসন্তোষ এবং দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য কাজ করে আসা তৃণমূল স্তরের কর্মীদের অবহেলার অভিযোগ তুলেছেন।

গুর্জর বলেন, দলের অনুগত কর্মীদের মর্যাদা ও মতামত যদি সংগঠনের মধ্যে সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে সাংগঠনিক পদে থেকে যাওয়ার কোনও যুক্তি নেই।

রাজস্থানের পুরনির্বাচনের আগে প্রার্থী বণ্টনকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরে এই অসন্তোষ দলের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

বিহারের বারহে সন্দেহভাজন বিষমদে ৪ মৃত্যু উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ৩১ আগস্ট (আইএএনএস): বিহারে মদ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পাটনা জেলার বারহ এলাকায় সন্দেহভাজন বিষমদ পান করে চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মদ নিষেধাজ্ঞা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আরজেডি নেতা তথা বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব ঘটনাটিকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে উল্লেখ করে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

তেজস্বী বলেন, অতীতেও বিহারে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন আগের ঘটনাগুলি থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

ঘটনাটি কীভাবে ঘটল এবং এর পিছনে প্রশাসনিক কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা স্পষ্ট করার জন্য তদন্তের দাবি জানান তেজস্বী। তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনায় সাধারণত দরিদ্র মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হনকেউ প্রাণ হারান, আবার কাউকে গ্রেফতার করা হয়।

বারহের ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দায়ীদের চিহ্নিত করার দাবি জানান তিনি।

এদিকে, আরজেডির ডাকা একটি বৈঠক প্রসঙ্গে তেজস্বী জানান, দলের সাংগঠনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করাই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। আগামী দিনের কর্মসূচি এবং সংগঠনকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার কৌশল নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানান তিনি।

স্কুলে দলিত ও মহাদলিত পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈষম্যের অভিযোগ নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকেও সমর্থন করেন তেজস্বী। রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন, কিছু ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের দিয়ে স্কুল পরিষ্কারের কাজ করানো হচ্ছে।

তেজস্বী বলেন, এই বিষয়টি তুলে ধরে রাহুল গান্ধী সঠিক কাজ করেছেন। অস্পৃশ্যতা বা তার সঙ্গে যুক্ত কোনও ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের সমাজে কোনও স্থান থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কর্মসূচির পর কথিত ‘শুদ্ধিকরণ’ অনুষ্ঠান নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তেজস্বী। তিনি অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্যের বিরোধিতা করেন।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে তেজস্বী বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে সরব হওয়া বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই মামলা করা হয়। তিনি বলেন, “মামলা হলে হতে দিন।” তবে সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরার কাজ বিরোধীরা চালিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি।

বারহে সন্দেহভাজন বিষমদে মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে বিহারে মদ নিষেধাজ্ঞা নীতি নিয়ে ফের রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীরা এই ঘটনায় সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি তুলেছে।

গ্যাস সংকটে প্রায় অচল বাংলাদেশের অর্থনীতি, এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন সরবরাহ

ঢাকা, ৩১ আগস্ট (আইএএনএস): তীব্রতর জ্বালানি সংকটের মধ্যে আগস্টে বাংলাদেশে গ্যাস সরবরাহ কোভিড মহামারির শুরুর দিকের পর সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে। এর ফলে দেশের শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যত অচল হওয়ার মুখে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র ‘দ্য ডেইলি স্টার’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চলতি আগস্টে দেশে দৈনিক গড় গ্যাস সরবরাহ ছিল ২,২৩৫ মিলিয়ন ঘনফুট। আগস্ট মাসের হিসেবে গত এক দশকে এটিই সর্বনিম্ন সরবরাহ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমেরিকা-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহকারী কাতার বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ পরিমাণে এলএনজি সরবরাহ করছে না। ফলে ঢাকাকে ক্রমশ স্পট মার্কেটের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

তবে স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি সংগ্রহ করাও ক্রমশ কঠিন এবং ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। এর ফলে বাংলাদেশের গ্যাস সরবরাহের ঘাটতি আরও বেড়েছে এবং তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

চলতি মাসে সংকটের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশে প্রতি ঘণ্টায় গড় বিদ্যুৎ ঘাটতি প্রায় ৩,০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছিল। গ্যাসের অভাবে কয়েক ডজন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারেনি।

রবিবার দুপুরে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ১৬,২৭৮ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে মাত্র ১২,৬৮৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেরেছে।

দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনও প্রায় ৫,০০০ মেগাওয়াটে নেমে এসেছে। অথচ এই ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা অন্তত ১২,০০০ মেগাওয়াট।

গ্যাসের চাপ অপর্যাপ্ত থাকায় এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে বাংলাদেশের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির কারখানাগুলিও উৎপাদন কমাতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক কারখানা অত্যন্ত কম ক্ষমতায় কাজ করছে বলে ‘দ্য ডেইলি স্টার’ জানিয়েছে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সভাপতি ফাজলি শামিম এহসান পরিস্থিতির গভীরতা তুলে ধরে বলেন, কারখানা বন্ধের বিষয়টি সরলভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। কারণ প্রতিদিন উৎপাদনের মাত্রায় ব্যাপক ওঠানামা হচ্ছে। কোনও কোনও দিন উৎপাদন শূন্যে নেমে যাচ্ছে, আবার কোনও দিন তা মাত্র ২০ শতাংশের কাছাকাছি থাকছে।

ফাতুল্লা অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এহসান আরও বলেন, প্রায় প্রতিটি কারখানাই কমবেশি গ্যাস সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে শেষ পর্যন্ত কতগুলি কারখানা বন্ধের মুখে পড়তে পারে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ না হলে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এমডি শাহাব উদ্দুজা চৌধুরীর মতে, গ্যাস সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাগুলিতে উৎপাদন ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছে।

‘দ্য ডেইলি স্টার’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজিএমইএ-র সদস্য কারখানাগুলিতে উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এলে উৎপাদন ব্যয় দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বহু কারখানা লোকসানের মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পিচোরে ৫ কোটি টাকার স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধন সিন্ধিয়ার, ১০০ শয্যার হাসপাতালের কাজও তুলে ধরলেন

গুনা, ৩১ আগস্ট (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের পিচোরে সোমবার প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। প্রকল্প দুটির মধ্যে রয়েছে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একটি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র। পাশাপাশি এলাকায় নির্মীয়মাণ ১০০ শয্যার হাসপাতালের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

গুনার লোকসভা সাংসদ সিন্ধিয়া শিবপুরি জেলার পিচোরের অন্তর্গত আছরৌনিতে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এবং চামরৌয়ায় ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

সিন্ধিয়া বলেন, “বিজেপি সরকারের মূল লক্ষ্য হল সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের কাছেও উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, সড়ক, শিক্ষা-সহ বিভিন্ন মৌলিক ক্ষেত্রে নজিরবিহীন কাজ হচ্ছে।”

প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরটি আছরৌনি এবং আশপাশের গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চামরৌয়া বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রটি আশপাশের প্রায় ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ মানুষকে সরাসরি উপকৃত করবে বলে জানানো হয়েছে।

নতুন উপকেন্দ্র চালু হওয়ায় ওই অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও নির্ভরযোগ্য হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ পরিবার, কৃষক এবং ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হবেন।

পিচোরে বর্তমানে নির্মীয়মাণ ১০০ শয্যার হাসপাতালের কথাও উল্লেখ করেন সিন্ধিয়া। তিনি বলেন, লোকসভা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী করতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, “উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করছি। আগামী দিনেও পিচোর বিধানসভা এলাকায় নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্প আসবে এবং এই অঞ্চল অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।”

এই দুটি প্রকল্প গ্রামীণ এলাকায় মৌলিক পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে পিচোর বিধানসভা এলাকায় চলা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অংশ।সিন্ধিয়া বলেন, ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস’-এর ভাবনাকে সামনে রেখে গ্রামবাসী, কৃষক, দরিদ্র এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার কাজ করছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মাকড়সা ও সাপের প্রতি ভয়কে কখন "ফোবিয়া" বলা হয়.....

ডেইজি স্টিফেন্স

বেশিরভাগ মাকড়সাই বিষধর, তবে এদের খুবই সামান্য একটি অংশ মানুষের জন্য বিপজ্জনক। যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে ১০ জনেরও কম মানুষ মাকড়সার কামড়ে মারা যায় বলে ধারণা করা হয়, যদিও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। তা সত্ত্বেও, অনেক মানুষই বলবেন যে তাদের মাকড়সা-ভীতি বা ফোবিয়া আছে। আমার (লেখক) ঘরে একটি মাকড়সা আছে জানলে আমি ঘুমাতে পারি না, আর মাকড়সার জালের কথাও আমাকে শিউরে তোলার জন্য যথেষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে, ফোবিয়া এমন কিছুর প্রতি তীব্র ভয়কে নির্দেশ করে, যা অন্তত নিজে থেকে আমাদের গুরুতরভাবে ক্ষতি করতে পারে না।

তাহলে এগুলো এত সাধারণ কেন এবং এগুলোর উৎস কোথায়?

তবে যদি কোনো ভয় অত্যন্ত তীব্র হয় এবং অক্ষমতা তৈরির পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে সেটিকে ফোবিয়া হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে বলে মনে করেন হাঙ্গেরির ইউনিভার্সিটি অব পেচের ভিজ্যুয়াল কগনিশন অ্যান্ড ইমোশন ল্যাবের পরিচালক আন্দ্রাশ জিদো। তিনি বলেন, 'আমরা এটিকে একটি অবিচ্ছিন্ন চলক হিসেবে কল্পনা করতে পারি, যা সাধারণ ভয় দিয়ে শুরু হয় এবং প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো কিছুকে ভয় পায়।' 'কিন্তু যখন এটি আপনার দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে, তখন আমরা এটিকে ফোবিয়া হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।' লোবুও বলেন, ফোবিয়া সাধারণত বাস্তব হুমকির তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উদাহরণ হিসেবে, বিশ্বের কিছু অঞ্চলে, যেমন আমি যেখানে থাকি সেই যুক্তরাজ্যে, অধিকাংশ সাপের প্রজাতি মানুষের জন্য বিপজ্জনক নয়। ফলে সাপের প্রতি চরম ভয় অযৌক্তিক হতে পারে এবং সেটিকে ফোবিয়া হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জন্মগত নাকি অর্জিত?

কিছু ফোবিয়া যতই সাধারণ হোক না কেন, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন না যে আমরা এগুলো নিয়ে জন্মাই। লোবুর বিশ্বাস, ভয় এমন একটি অনুভূতি যা খুব ছোট শিশুরা অনুভব করতে পারে না। তিনি বলেন, 'আপনি পরে গিয়ে ভয় দেখতে পান, কারণ ভয় পেতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে যে কোনো কিছু হুমকিস্বরূপ, আর সেটা বুঝতে বিশ্বের বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।' তাহলে যদি আমরা মাকড়সা বা সাপকে ভয় নিয়ে জন্ম না নিই, তবে বিশেষভাবে এগুলোর প্রতি মানুষের ফোবিয়া তৈরি হয় কেন? অস্ট্রিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনার বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টেফানি হোল একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। সেখানে দেখা যায়, শিশুদের সামনে ফুল ও মাছের ছবি দেখানোর তুলনায় সাপ বা মাকড়সার ছবি দেখালে তাদের চোখের মণি বেশি প্রসারিত হয়। চোখের মণি প্রসারিত হওয়া ইঙ্গিত দিতে পারে যে তারা সম্ভাব্য বিপদ উপলব্ধি করছে। এটি নরঅ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেমের সক্রিয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা শরীরের 'লড়াই অথবা পালিয়ে যাওয়া' প্রতিক্রিয়ার অংশ। এতে হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়, কারণ শরীর তখন সম্ভাব্য বিপদের মুখোমুখি হতে বা সেখান থেকে পালাতে প্রস্তুতি নেয়। হোল মনে করেন না যে ভয় জন্মগত, তবে তিনি বলেন পরিবেশের কিছু বিষয় আমরা অন্য কিছুর তুলনায় দ্রুত শনাক্ত করতে পারি, যা আংশিকভাবে সেগুলোর চলাচলের ধরনের কারণে হতে পারে। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলোকে ভয় করতে শেখার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি।'

লোবুর মতে, মাকড়সা ও সাপকে অন্য প্রাণীর তুলনায় ভয় করতে শেখার সম্ভাবনা বেশি, কারণ এগুলো 'অদ্ভুত'। এমন ধারণার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত। তিনি বলেন, 'একটি সাপের কথা ভাবুন, পৃথিবীতে সাপের মতো আর কিছু নেই।' 'শিশুরা প্রাণী দেখতে দেখতে যেভাবে অভ্যস্ত হয়, সেগুলো সাধারণত চার পায়ের এবং হাঁটে, তাই না? সাপ তা করে না। মাকড়সাও অস্বাভাবিকভাবে চলাচল করে। আমরা সেটা পছন্দ করি না।' কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে ভয় করার এই প্রবণতা বিবর্তনের ফল। জিদো বলেন, 'প্রাচীন মানুষের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত।' 'মানবজাতির বিকাশের কোনো এক পর্যায়ে প্রতিটি ভয় ও ফোবিয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু মূলত এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আর উপকারী বা যুক্তিসঙ্গত থাকেনি।' তবে নির্দিষ্ট কিছুকে ভয় পাওয়ার বিষয়টি শেখার প্রতি বিবর্তনজনিত ঝোঁক, যা "প্রিপেয়ার্ডনেস থিওরি" নামে পরিচিত, এটা একাই কোনো ফোবিয়া তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়। লোবুর মতে, কোনো প্রাণী বা বস্তুর সঙ্গে সরাসরি নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হলে সেটিকে ভয় পাওয়ার দ্রুততম উপায়গুলোর একটি এটি, বিশেষ করে যদি আগে থেকেই সেটিকে ভয় করার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে।

তবে অন্য মানুষকে ভয় পেতে দেখেও আমরা কোনো কিছুকে ভয় করতে শিখতে পারি। লোবু বলেন, 'আপনার শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া হয়, আপনি কামড় খেয়েছেন, আপনি চমকে গেছেন।' 'এরপর... মা প্রতিক্রিয়া দেখালেন বা বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খুব খারাপ"... তখন বিষয়টি সেটিকে ভয় করতে শেখার সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।' এই কারণেই, হোলের মতে, ফোবিয়া প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে পারে। "সিনেমাগুলোর দিকে তাকান" যেহেতু অভিজ্ঞতার বিষয়টি নির্ধারণ করে যে আমরা কোনো কিছুকে ভয় পাব কি না, তাই লোবুর ধারণা, সাপ ও মাকড়সার ফোবিয়া এত সাধারণ হওয়ার পেছনে জনপ্রিয় সংস্কৃতিও আংশিকভাবে দায়ী। তিনি বলেন, 'সিনেমাগুলোর দিকে তাকান, বইগুলোর দিকে তাকান।' 'কখন সাপ বা মাকড়সা ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখানো হয়? কখনোই না।' প্রাকৃতিক জগতের বিষয়গুলোকে ঘিরে যে ফোবিয়া তৈরি হয়, যেগুলোকে বায়োফোবিয়া বলা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে আরও একটি কারণ কাজ করতে পারে। জিদো গবেষণা করেছেন, কোনো ব্যক্তির বসবাসের পরিবেশ কতটা নগরায়িত তার সঙ্গে প্রাণীভীতির কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

তিনি দেখেছেন, কোনো এলাকা যত বেশি নগরায়িত, বায়োফোবিয়া তত বেশি সাধারণ। তিনি বলেন, 'যারা প্রকৃতির মধ্যে বেশি সময় কাটান, প্রকৃতির সঙ্গে যাদের অভিজ্ঞতা বেশি, তারা এসব প্রাণীকে তুলনামূলক কম ভয় পান, যেগুলোর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা তাদের থাকে।' বর্তমানে বিশ্বে ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করে। সেই বিবেচনায় প্রাণী-সম্পর্কিত ফোবিয়া এত সাধারণ হওয়া বিস্ময়কর নয়। ভয় ভুলতে শেখা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ দুটি বিষয়ে একমত। প্রথমত, ফোবিয়া ভুলতে শেখা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, এটি করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ধীরে ধীরে তার মুখোমুখি হওয়া। হোল বলেন,'কোনো পরিস্থিতিতে যদি আপনি সামান্য অস্বস্তি বোধ করেন, তাহলে নিজেকে একটু এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা ভালো হতে পারে।' লোবু পরামর্শ দেন ছোট থেকে শুরু করতে। যেমন, যে বিষয়টিকে আপনি ভয় পান তার ছবি দেখা, সে সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য জানা, তারপর ধীরে ধীরে বাস্তবে তার সংস্পর্শে যাওয়া।

তবে ফোবিয়া যদি অত্যন্ত তীব্র হয় এবং আপনার জীবনে বড় প্রভাব ফেলে, তাহলে পেশাদার সহায়তা নেওয়া ভালো হতে পারে। জিদোর গবেষণাও এই ধারণাকে সমর্থন করে যে, কোনো কিছুর মুখোমুখি হওয়া শুধু ভয় কাটাতেই সাহায্য করে না, বরং শুরুতেই তা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও কমায়। তিনি বলেন, 'ভয় বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' 'যদি সেটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়, যেমন শৈশবে বা শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া, তাহলে সেটি ভয় তৈরি হওয়ার বিরুদ্ধে এক ধরনের সুরক্ষামূলক উপাদান হিসেবে কাজ করে।' লোবু জোর দিয়ে বলেন, ভয় আমাদের সুরক্ষা দেয় এবং এটি ভালো একটি বিষয়, আর আমাদের ফোবিয়ার ওপর আমাদেরই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি বলেন, 'বিশেষ কোনো কিছুকে ভয় পাওয়ার জন্য আপনার নিয়তি নির্ধারিত নয়।' 'আপনি যদি কোনো কিছুকে ভয় পান এবং ভীত হতে না চান, তাহলে তার সমাধান রয়েছে।' ব্যক্তিগতভাবে, আমি জানি না আমার মাকড়সা-ফোবিয়া কোনো অভিভাবকের কাছ থেকে শেখা, কোনো চলচ্চিত্র দেখে পাওয়া, নাকি যথেষ্ট পরিমাণে মাকড়সার মুখোমুখি না হওয়ার ফল।

হয়তো সবকিছুরই কিছুটা প্রভাব রয়েছে। তবে হয়তো এই প্রতিবেদনটি লেখা সেটি কাটিয়ে ওঠার প্রথম ধাপ হতে পারে।

অ্যালার্ম ছাড়াই ঘুম থেকে উঠবেন কীভাবে

অ্যালি হারশল্যাগ

ঘুম থেকে ওঠার জন্য অ্যালার্ম সেটা করে রাখা - এটা আমাদের অনেকের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। কিন্তু এটা না করেও কি ঠিক সময়মতো ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করে ফেলা সম্ভব? একসময় স্কুলজীবনের নিয়মিত রুটিন হয়তো একটি শরীরের ভেতর নির্ভরযোগ্য জৈবঘড়ি তৈরি করেছিল। কিন্তু পরবর্তী জীবনে সময়সূচি আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠলে আমরা ঘড়ি বা ফোনের অ্যালার্মের শব্দের ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারি।

সঠিক সময়ে নিজে থেকেই ঘুম থেকে ওঠার জন্য শরীরকে প্রশিক্ষিত করা সুস্থতার জন্য নানা উপকার বয়ে আনতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে সকালে ঝিমুনি কমানো থেকে শুরু করে মেজাজের উন্নতি। ঘুমাতে যাওয়ার আগে এমন কিছু সহজ পরিবর্তন করা যায়, যা ঘুম থেকে ওঠাকে অনেক সহজ করে তুলতে পারে।

নিজের ছন্দ খুঁজে পাওয়া

শরীর ও মন ঠিকমতো কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি রাতে সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমানোর লক্ষ্য রাখা উচিত (ছয় ঘণ্টার কম ঘুম অকালমৃত্যুর ঝুঁকি ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়)। তবে সবার জন্য প্রযোজ্য এমন কোনো জাদুকরি সংখ্যা নেই এক্ষেত্রে। 'আট (ঘণ্টা) মাঝামাঝি একটি মান, কিন্তু কেউ সাত ঘণ্টাতেও ভালো থাকে, আবার কারও নয় ঘণ্টা প্রয়োজন হয়,' বলেন ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস ডালাসের সেন্টার ফর ব্রেইন হেলথের সহকারী অধ্যাপক এবং স্লিপ ইনোভেশন ল্যাবসের সহযোগী পরিচালক ইটি বেন সাইমন। তিনি বলেন, ব্যক্তির সার্কাডিয়ান ছন্দের ((২৪ ঘণ্টার প্রাকৃতিক দেহঘড়ি) ওপর ভিত্তি করে কিছু জৈবিক পার্থক্য থাকবেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ছুটি বা বিশ্রামের এমন একটি সপ্তাহ, যখন কোনো অ্যালার্ম সেট করতে হয় না, সেই সময়টা ঘুম থেকে ওঠার সময় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আদর্শ সুযোগ। শুধু পর্যাপ্ত ঘুম নয়, নিয়মিত সময়সূচি মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানের স্লিপ অ্যান্ড সার্কাডিয়ান রিসার্চ ল্যাবের সহ-পরিচালক হেলেন বার্গেস বলেন, 'আপনি যেন মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যান এবং সেটি এতটাই আগে হয় যে আপনার প্রয়োজনীয় আট ঘণ্টা ঘুম পূরণ করা সম্ভব হয়— সেটা নিশ্চিত করতে হবে।' 'এই নিয়মিত রুটিনের প্রতিক্রিয়া শরীর পায় এবং প্রায়ই আমরা এই রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শরীর নিজে থেকেই শিথিল হতে শুরু করে,' যুক্ত করেন তিনি।

আলো ও ঘুমের প্রস্তুতি

আপনার অভ্যন্তরীণ জৈবঘড়িকে ঘুমের সময়সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে আলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেন সাইমন বলেন, আদর্শ অবস্থায় এই দুই ব্যবস্থা একসঙ্গে কাজ করে, যাতে আপনি 'রাতে ক্লান্ত এবং দিনে সজাগ' থাকেন। প্রাকৃতিক আলো ঘুম ও জেগে ওঠার সংকেত দেওয়া হরমোনগুলোকে সক্রিয় করে। রিজেন্ট ইউনিভার্সিটি লন্ডনের সনদপ্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী, ঘুম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও গবেষক আনা জয়েস বলেন,'সার্কাডিয়ান ঘড়ির সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক হলো আলো।'

'এটি মেলাটোনিনকে বন্ধ হতে বলে এবং জানায় যে জেগে ওঠার সময় হয়েছে।' গবেষণায় আরও দেখা গেছে, উজ্জ্বল সকালের আলো উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ এটি স্বাস্থ্যকর মাত্রায় সেরোটোনিন সরবরাহ করে।

রাতে ব্ল্যাকআউট পর্দা বা যে পর্দা আলো পুরোপুরি ঢেকে দেয় এবং আই মাস্ক ব্যবহার করা একটি ভালো শুরু হতে পারে।

এরপর সকালে ঘুম থেকে উঠেই পর্দা সরিয়ে আলো প্রবেশ করতে দিলে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এই হরমোন আমাদের সজাগ ও কর্মপ্রস্তুত হতে সাহায্য করে। এটি ঘড়িকে বলে দেয়, "ঠিক আছে, এটাই আমার দিনের শুরু", বলেন বেন সাইমন। জয়েস জোর দিয়ে আরও বলেন, আপনি যে সময়ে ঘুমিয়ে পড়তে চান তার প্রায় দুই ঘণ্টা আগে থেকে একটি 'সম্ভাব্য শান্ত হওয়ার রুটিন' থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এটি কী হবে তা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন সন্ধ্যার ত্বক পরিচর্যা, দাঁত ব্রাশ করা বা আরামদায়ক পাজামা পরে নেওয়া। আলোর তীব্রতা কমানোও অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি শরীরকে মেলাটোনিন উৎপাদনের সংকেত দেয় এবং ঘুমের জন্য প্রস্তুত করে। শরীরের তাপমাত্রার দিকেও খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ। রাতে আমাদের মূল দেহতাপ কমে যায়, কারণ তখন আমরা কম শক্তি ব্যয় করি। শরীর রক্তনালীর প্রসারণের মাধ্যমে হাত ও পায়ের সাহায্যে অবশিষ্ট শক্তি বের করে দেয়। এ কারণেই গরমে ঘুমাতে বা ঘুম ধরে রাখতে বেশি কষ্ট হয়। অতিরিক্ত গরমের কারণে যদি ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে ফ্যান বা এসি আরামদায়ক তাপমাত্রায় সেট করুন আগেই এবং তুলনামূলক হালকা পোশাক বা পাতলা চাদর ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারেন।

ঘুমের বাধা

আমাদের অনেকের জন্যই ঘুমের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো স্মার্টফোন। ডিভাইস থেকে নির্গত নীল আলো এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী হতে পারে। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিনের আলোর কাছাকাছি, ফলে রাতে এটি মস্তিষ্কে বিভ্রান্তিকর সংকেত পাঠাতে পারে। তবে স্মার্টফোনের আরও বড় প্রভাব হতে পারে তথাকথিত "ডোপামিন স্ক্রলিং"। অর্থাৎ, ভালো লাগার ছোটো ছোটো অনুভূতির খোঁজে অভ্যাসবশত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ফিড স্ক্রল করা। এই প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীদের বেশি সময় ধরে যুক্ত রাখতে তৈরি করা হয়েছে। তাই সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অতিরিক্ত স্ক্রলিং ঘুমে বাধা সৃষ্টি করে। প্রযুক্তির ওপর এই অতিনির্ভরতা বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব ফেলে, কারণ তাদের বিকাশমান মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্য যেকোনো বয়সগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয়। ২০২৫ সালের একটি বিশ্লেষণে ৪৫ হাজার নরওয়েজীয় শিক্ষার্থীর ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার সরাসরি খারাপ ঘুমের সঙ্গে সম্পর্কিত। বেন সাইমন বলেন, 'আমরা তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে ঘুমের ব্যাঘাতের একটি শক্তিশালী সম্পর্ক দেখি। আবার কারও যদি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি কোনো প্রবণতা বা ঝুঁকি থাকে, তাহলে ঘুমের ঘাটতি তাকে সেই সীমা অতিক্রম করতে বাধ্য করতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'তাদের অন্তত নয় ঘণ্টা ঘুম দরকার, কিন্তু প্রায় ৭০ শতাংশ এমনকি সাত ঘণ্টাও ঘুমায় না।' এই বাধা কাটিয়ে উঠতে ঘুমানোর আগে অ্যাপ ব্যবহারে বাধা দেয় এমন কোনো অ্যাপ-ব্লকিং ডিভাইস ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া, ফোনের অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংসে গিয়ে গ্রেস্কেল মোড চালু করতে পারেন, যাতে ছবিগুলো আরও নিস্তেজ ও কম আকর্ষণীয় দেখায়।

আপনার বিপাকক্রিয়াও সার্কাডিয়ান ছন্দকে প্রভাবিত করে। তাই ক্যাফেইন গ্রহণ সীমিত করা, নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাওয়া এবং ঘুমানোর অন্তত তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার শেষ করা সহায়ক হতে পারে। যতটা সম্ভব অ্যালকোহল পরিহার করার পরামর্শ দেন বার্গেস। তিনি বলেন, 'এটি হয়তো আপনাকে কিছুটা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করবে,' কিন্তু পরবর্তী ঘুমকে বিঘ্নিত করে', কারণ এটি ঘুমের এমন অবস্থাকে দমন করে যা যা মস্তিষ্ককে শেখার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে, স্মৃতি সঞ্চয় করতে ও পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

সময়সূচি পরিবর্তন দরজার ঘণ্টা থেকে জন্মদিন, কিংবা মানসিক চাপসহ জীবনের নানা ঘটনার ভিড়ে ধারাবাহিক ও সত্যিকার অর্থে আরামদায়ক ঘুম পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে। এই অভ্যাসগুলোর যেকোনোটি দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করলে আরও আরামদায়ক রাত এবং সহজে ঘুম থেকে ওঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।

তবে বার্গেস-এর ভাষায়, এটি ধীর একটি প্রক্রিয়া এবং ধৈর্য্য ধরে এগোতে হয়। তিনি বলেন, 'সার্কাডিয়ান ব্যবস্থা ধীরে পরিবর্তিত হয়। আমি বলব, ঘুমানোর সময় এবং জেগে ওঠার সময় উভয় ক্ষেত্রেই আধা ঘণ্টা করে পরিবর্তন দিয়ে শুরু করুন। প্রতিদিন আধা ঘণ্টা করে আগে আনুন, যতক্ষণ না কাঙ্ক্ষিত সময়ে পৌঁছান। তারপর সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করুন।' আপনার ঘুমের সময়সূচি যদি এলোমেলো হয়ে থাকে এবং সেটি নতুন করে ঠিক করার কিছু সুযোগ যদি থাকে, তাহলে নিজের প্রতি সদয় থাকুন। নিজের স্বতন্ত্র ছন্দ খুঁজে পেতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। বার্গেস বলেন, 'ঘুমের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো— এটি কোনো অন-অফ সুইচ নয়।' 'এটি আসলে এভাবে কাজ করে না।'

জাপান ইনস্ট্যান্ট নুডলস তৈরি করেছিল কেন

বাড়ি ছেড়ে হস্টেল বা মেসে থাকা বহু ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে ব্যস্ত তরুণ প্রজন্মের খিদে মেটানোর সবচেয়ে বড় ভরসা এই ইনস্ট্যান্ট নুডলস। গভীর রাতের পড়াশোনা হোক কিংবা ক্লান্তির দিনে চটজলদি পেট ভরানো, এই খাবারের বিকল্প মেলা ভার। তবে জানলে অবাক হবেন, আজ আমাদের যা প্রিয় জলখাবার, তার জন্ম কিন্তু কোনও রসনাতৃপ্তির জন্য নয়, হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও তীব্র খাদ্যসঙ্কট মোকাবিলার তাগিদ থেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানে চরম খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয় এবং গোটা দেশ জুড়ে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। চালের প্রধান জোগান কমে যাওয়ায় মানুষকে এক বাটি সাধারণ নুডলসের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হত। অনাহারে থাকা মানুষদের এই লড়াই দেখে জাপানি উদ্ভাবক মোমোফুকো আন্দো গভীরভাবে ব্যথিত হন।

মানুষের এই হাহাকার দেখে আন্দো ঠিক করেন এমন একটি খাবার তৈরি করবেন যা হবে সস্তা, সুস্বাদু এবং খুব দ্রুত তৈরি করা সম্ভব। ওসাকার ইকেদায় নিজের বাড়ির পেছনে একটি ছোট কাঠের চালাঘরে তিনি দিনরাত এক করে গবেষণা ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। লক্ষ্য ছিল একটাই, সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পুষ্টিকর ও চটজলদি খাবার পৌঁছে দেওয়া। অনেক ব্যর্থতার পর ১৯৫৮ সালের ২৫ অগস্ট আন্দো বিশ্বের প্রথম ইনস্ট্যান্ট নুডলস 'চিকেন রামেন' তৈরি করতে সফল হন। তিনি প্রথমে নুডলস সেদ্ধ করে তাতে মশলা মেশাতেন এবং পরে গরম তেলে দ্রুত ভেজে আর্দ্রতা সম্পূর্ণ দূর করতেন। এই বিশেষ পদ্ধতির ফলে নুডলস দীর্ঘদিন ভালো থাকত এবং ফুটন্ত জল দিলেই মাত্র কয়েক মিনিটে খাওয়ার উপযোগী হয়ে উঠত। চিকেন রামেনের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর আন্দোর হাত ধরেই গড়ে ওঠে বিখ্যাত সংস্থা 'নিসিন ফুডস'। এরপর ১৯৭১ সালে তিনি নিয়ে আসেন আরও এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, যার নাম 'কাপ নুডলস'। একটি ডিসপোজেবল কাপের মধ্যেই নুডলস, মশলা এবং কাঁটাচামচ থাকত, যেখানে শুধুমাত্র গরম জল ঢাললেই পুরো খাবার প্রস্তুত হয়ে যেত। কাপ নুডলস আসার পর থেকে পাত্র বা আলাদা বাসনের ঝামেলা ছাড়াই যে কোনও জায়গায় গরম খাবার খাওয়ার সুযোগ তৈরি হল। এক সময়ের অভাব ও অনাহার মেটানোর পথ খুঁজতে গিয়ে জন্ম নেওয়া এই খাবার দ্রুত পুরো বিশ্বের ব্যস্ত জীবনযাত্রার অন্যতম ভরসা হয়ে ওঠে। আন্দোর এই উদ্ভাবনী ভাবনা গ্লোবাল ফুড ইন্ডাস্ট্রির চেনা ছবিটাই পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল।

২০০৭ সালের ৫ জানুয়ারি ৯৬ বছর বয়সে মোমোফুকো আন্দো প্রয়াত হলেও তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি আজও বিশ্বজুড়ে সমানভাবে বেঁচে রয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিসিন ফুডস এখনও বিভিন্ন নতুন স্বাদ ও আধুনিক প্যাকেজিংয়ের সঙ্গে তাঁদের ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষের প্রয়োজনের সময়ে তাঁর এই আবিষ্কার গোটা পৃথিবীর খাদ্য সংস্কৃতির ইতিহাসে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ বিভিন্ন দেশীয় স্বাদের সঙ্গে নিজেদের পছন্দমতো ইনস্ট্যান্ট নুডলস উপভোগ করেন। এক জাপানি উদ্ভাবকের দৃঢ় সংকল্পের ফলেই বিশ্ব এক নতুন ধরনের খাবারের স্বাদ পেয়েছিল।

বর্ষায় কেন নরম হয়ে যায় শুকনো খাবার?

রান্নাঘরের টুকিটাকি নিয়ে কমবেশি সবাই চিন্তায় পড়েন, বিশেষ করে যখন শখের বিস্কুট বা চানাচুর নরম হয়ে যায়। বিকেলের চায়ের সঙ্গে একটা মুচমুচে বিস্কুট বা একটু নোনতা চানাচুর না হলে কি আড্ডা জমে? কিন্তু বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া কিংবা বর্ষা ছাড়াও অতিরিক্ত গরমে বয়ামের ঢাকনা একটু ঢিলে হলেই ঘটে বিপত্তি। মুচমুচে ভাব উধাও হয়ে খাবারগুলো কেমন যেন নরম আর চুপসে যায়। তখন ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। তবে চিন্তা নেই, এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে আপনার হেঁশেলেই। রান্নাঘরের সামান্য কাঁচা চাল ব্যবহার করেই কিন্তু বিস্কুট বা নিমকি দীর্ঘদিন টাটকা রাখা সম্ভব। শিখে নিন কায়দাটা।

কেন নরম হয়ে যায় শুকনো খাবার?

আমাদের চার পাশের বাতাসে সবসময় কম-বেশি জলীয় বাষ্প থাকে। বিজ্ঞান বলছে, বিস্কুট, চিপস বা চানাচুর জাতীয় শুকনো খাবারে জলের পরিমাণ খুব কম থাকে। তাই বয়ামের ঢাকনা খুললেই এরা বাইরের বাতাস থেকে চটজলদি আর্দ্রতা শুষে নেয়। ফলে যে জিনিসটি কড়কড়ে থাকার কথা, সেটাই নরম হয়ে যায়। আর তখন সেই কাবার খেতে একেবারেই ভালো লাগে না।

চালের পুঁটলি

কাঁচা চালের জল শুষে নেওয়ার দারুণ ক্ষমতা রয়েছে। খাদ্যবিজ্ঞানীদের মতে, চাল প্রাকৃতিকভাবেই ভালো ড্রাইং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তাই সামান্য চাল বয়ামে রাখলে তা বাতাসের অতিরিক্ত ভিজে ভাব নিজের মধ্যে টেনে নেয়।

প্রথমে একটি ছোট পরিষ্কার পাতলা সুতির বা টিস্যু কাপড় নিন।

তার মধ্যে এক থেকে দুই চামচ শুকনো কাঁচা চাল রেখে ভালো করে মুখটি বেঁধে ছোট্ট পুঁটলি বানান।

এবার বিস্কুট বা চানাচুরের বয়ামের একদম তলায় এই পুঁটলিটি রেখে দিন।

তার ওপর খাবারগুলো রেখে বয়ামের মুখটি ভালো করে এঁটে বন্ধ করে রাখুন।

চিনির দানা

চালের মতো শুকনো চিনির দানাও কিন্তু আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে। চালের বদলে আপনি চিনির ছোট একটি পুঁটলি বানিয়েও বয়ামে রেখে দিতে পারেন। এতে বয়ামের ভেতরের শুকনো পরিবেশ বজায় থাকে এবং খাবার সহজে নরম হয় না।

তাই খাবার নরম হয়ে গিয়েছে দেখে আর মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই। সামান্য এই ঘরোয়া কৌশলেই বিস্কুট আর চানাচুর থাকবে একদম নতুনের মতো খাস্তা ও মুচমুচে।

ত্রিপুরার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় সড়কগুলির নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রিপুরার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে তোলার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আজ বিধানসভায় উল্লেখ পর্বে বিধায়ক অন্তরা সরকার দেবের আনা একটি নোটিশের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। বিধায়ক অন্তরা সরকার দেবের নোটিশটি ছিল ''আগরতলা-খোয়াই-কমলপুর-কৈলাসহর জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে''।

নোটিশটির বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪-১৫ সালের পূর্বে এনএইচ-৮ তথা চুড়াইবাড়ি থেকে আগরতলা, উদয়পুর হয়ে সাব্রুম পর্যন্ত মাত্র ১টি জাতীয় সড়কের উন্নীতকরণের কাজ চলমান ছিল যার দৈর্ঘ্য ৩১৯ কিমি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরবর্তীতে আরও ৫টি জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সড়কগুলো হলো- এনএইচ-৪৪-এ, মনু থেকে শিমলুং ১৩৪.০০ কিমি, এনএইচ-২০৮- কুমারঘাট-কৈলাসহর-কমলপুর-খোয়াই-তেলিয়ামুড়া, অমরপুর-হরিণা (সাব্রুম)- ২৬৫.০০ কিমি, এনএইচ-২০৮-এ- কৈলাসহর-কুর্তি- ৪৫.০০ কিমি, এনএইচ-১০৮-বি- খোয়াই-আগরতলা- ৫৫.০০ কিমি এবং এনএইচ-১০৮-এ- জোলাইবাড়ি-বিলোনীয়া ২২.৯০ কিমি।

ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে আগরতলা-খোয়াই-কমলপুর-কৈলাসহর-কুর্তি জাতীয় সড়কটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন। মূলত তিনটি জাতীয় সড়ক- এনএইচ-১০৮-বি, এনএইচ-২০৮ (এর অংশ) এবং এনএইচ-২০৮-এ-এর সমন্বয়ে গঠিত এই রাস্তাটি এনএইচ-০৮-এর একটি বিকল্প জাতীয় সড়ক। প্রথম অংশটি হলো এনএইচ-১০৮-বি, যা আগরতলা থেকে খোয়াই পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। দ্বিতীয় অংশটি হলো খোয়াই, কমলপুর ও কৈলাসহরকে যুক্ত করা এনএইচ-২০৮ অংশ, যার দূরত্ব ৮০.২০ কিলোমিটার। শেষ অংশটি হলো এনএইচ-২০৮-এ-, যা কৈলাসহর থেকে কুর্তি ব্রিজ পর্যন্ত ৩৬.২৫ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং এটি আসামের কুকিতলে গিয়ে এনএইচ-০৮-এর সাথে মিলিত হয়েছে। এই বিকল্প জাতীয় সড়কটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ১৫৪.৪৫ কিমি। এই সড়কটিকে ২-লেনে উন্নীত করার জন্য মোট ১১টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ কাজটি বর্তমানে এনএইচআইডিসিএল-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা থেকে খোয়াই (এনএইচ-১০৮-বি) অংশে ৩টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে। প্যাকেজ-১-এ রয়েছে লেম্বুছড়া-মোহনপুর, ১২.৮ কিমি রাস্তা। এই অংশের কাজ ২২.০৪.২০২৩ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ ইপিসি ঠিকাদার দ্বারা করা হচ্ছে। প্যাকেজ-২-এ রয়েছে মোহনপুর-সুবলসিং/হেজামারা, ১২ কিমি রাস্তা। এই প্যাকেজের কাজটি প্রথমে ০৮.০৬.২০২১ তারিখে মেসার্স কেএলডি ক্রিয়েশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডকে দেওয়া হয়। তবে, কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ায়, ১৮.০৭.২০২৩ তারিখে এনএইচআইডিসিএল-এর সদর দপ্তর থেকে মেসার্স কেএলডি ক্রিয়েশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের চুক্তিটি বাতিল করা হয়। পরবর্তীকালে, বাকি কাজের জন্য নতুন করে দরপত্র (টেন্ডার) আহ্বান করা হয় এবং কাজটি মেসার্স সাহু কনস্ট্রাকশনকে ০১.০৩.২০২৪ তারিখে দেওয়া হয়। ইপিসি ঠিকাদার (সাহু কনস্ট্রাকশন) প্রকল্পটির মাত্র ৫১.১৪ ভৌত অগ্রগতি (ফিজিক্যাল প্রোগ্রেস) অর্জন করতে পেরেছে এবং নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ১৯.০১.২০২৬-এর মধ্যে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্রের নিয়ম অনুযায়ী ইপিসি ঠিকাদারকে বিভিন্ন সময়ে নোটিশ প্রদান করা হয়। এছাড়া, এই সময়ে সড়কটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি তৃতীয় পক্ষ সংস্থাকে সেই কাজ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, চুক্তিপত্র অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বাবদ জরিমানা হিসেবে ৭.০১ কোটি টাকা এনএইচআইডিসিএল দ্বারা আটকে রাখা হয়। ২০২৬ সালের জুন-জুলাই মাসে ভারী বর্ষণের কারণে সড়কটির এই অংশে ব্যাপক কাদা তৈরি হয়। ইপিসি ঠিকাদারের পক্ষ থেকে কাদা সরানো এবং গর্ত ভরাটের কাজ করা হচ্ছিল, তবে ক্ষতি ও বৃষ্টিপাতের তুলনায় তা পর্যাপ্ত মাত্রায় ছিল না। সড়কটি যেন চলাচলের উপযোগী থাকে এবং রাস্তার অবস্থার উন্নতি হয়, সেজন্য ইপিসি ঠিকাদারকে ক্রমাগত অনুরোধ করা হচ্ছিল। তবে সড়কটি চলাচলের উপযোগী রাখতে ব্যর্থ হওয়ায়, ২৩.০৭.২০২৬ তারিখে ইপিসি ঠিকাদারকে একটি সাময়িক বরখাস্তের নোটিশ (সাসপেনশন নোটিশ) দেওয়া হয়। একই সাথে, নিরবচ্ছিন্ন যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করতে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা বজায় রাখতে, এনএইচআইডিসিএল তাদের নিজস্ব বিভাগীয় ব্যবস্থার (বিকল্প সংস্থা) মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অত্যন্ত জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ শুরু করে এবং বর্তমানে কোনও বড় ধরনের বিঘ্ন ছাড়াই যানবাহন চলাচল করছে এবং প্রকল্পের এই অংশের সার্বিক চলাচলযোগ্য অবস্থা দিন দিন উন্নত হচ্ছে। তাছাড়া, চুক্তিপত্র অনুযায়ী ১৩.০৭.২০২৬ তারিখে ইপিসি ঠিকাদারকে একটি ৬০ দিনের ''কিউর পিরিয়ড নোটিশ'' (ত্রুটি সংশোধনের সময়সীমার নোটিশ) দেওয়া হয় এবং এই কিউর পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর, চুক্তিপত্রের নিয়ম অনুযায়ী উক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তথা টার্মিনেশন করা হবে এবং পরবর্তীতে নতুন ঠিকাদার চূড়ান্ত করা হবে। তবে নতুন ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এনএইচআইডিসিএল এই রাস্তাটি চলাচলের উপযোগী রাখার ব্যবস্থা করে রাখবে।

প্যাকেজ-৩-এ রয়েছে সুবলসিং/হেজামারা-খোয়াই, ১৩.২০ কিমি রাস্তা। এই কাজ ৩০.০৫.২০২৪ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ ইপিসি ঠিকাদার দ্বারা করা হচ্ছে। খোয়াই থেকে কৈলাসহর (এনএইচ-২০৮) অংশে ৫টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে। প্যাকেজ-৫-এ রয়েছে খোয়াই-শ্রীরামপুর, ২৫.৬ কিমি রাস্তা। এই কাজটি ১৭.০৪.২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছিল। নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে এই অংশে বিভিন্ন স্থানে ফাটল ও কাঠামোগত ক্ষতি দেখা দেয়। যাতায়াত স্বাভাবিক রাখতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এনএইচআইডিসিএল-কে ত্রুটিগুলি মেরামতের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। মেরামতের কাজে বিলম্ব এবং জনদুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গত ১০ মে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির নিকট একটি ডিও লেটার প্রেরণ করা হয় এবং সড়কগুলির কাঠামোগত ত্রুটির বিষয়ে জরুরি তদন্তের অনুরোধ জানানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে এনএইচআইডিসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং রাজ্য পূর্ত দপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে যৌথ উচ্চপর্যায়ের ক্ষেত্র পরিদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নির্দেশে সিআরআরআই-এর বিশেষজ্ঞ দল ২৩ থেকে ২৭ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করে কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন করেন। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত অংশের সংস্কার ও মেরামতের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, ত্রিপুরা পূর্ত দপ্তরের সচিব এবং পূর্ত দপ্তর এনএইচ)-এর অন্যান্য আধিকারিকরা একাধিকবার বিভিন্ন জাতীয় সড়ক সরেজমিনে পরিদর্শন করে এনএইচআইডিসিএল-এর আধিকারিকদের রাস্তার গুণগত মান ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন।

প্যাকেজ-৪-এ রয়েছে শ্রীরামপুর-বামনছড়া, ১২ কিমি রাস্তা। কাজটি ২১.১১.২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। অতিবৃষ্টিতে কিছু গর্ত ও স্যাটেলমেন্ট দেখা দিলেও ইপিসি ঠিকাদার তা মেরামত করেছেন এবং করছেন। রাস্তা প্যাকেজ-৩-এ রয়েছে বামনছড়া-জুরিছড়া, ১৪.৫ কিমি রাস্তা। কাজটি ২৬.০৫.২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ ইপিসি ঠিকাদার দ্বারা করা হচ্ছে। প্যাকেজ-২ (জুরিছড়া-ফুলতলি, ২০.০০ কিমি) কাজ ০২.০২.২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ ইপিসি ঠিকাদার দ্বারা করা হচ্ছে। প্যাকেজ-১ (ফুলতলি-কৈলাসহর, ৮.১ কিমি) এই অংশের ৯৮ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি কাজ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। কৈলাসহর থেকে কুর্তি ব্রিজ (এনএইচ-২০৮-এ-) ৩৬.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কৈলাসহর থেকে কুর্তি ব্রিজ অংশের কাজটি মোট তিনটি প্যাকেজে হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দুটি প্যাকেজের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি প্যাকেজ তথা রাগনা থেকে কুর্তি ব্রিজের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, চুক্তির নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে এই অংশের পূর্ববর্তী ইপিসি ঠিকাদার মেসার্স এ কে কন্সট্রাকশানকে ২১.০৭.২০২৩ তারিখে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ০১.০৯.২০২৪ তারিখে মেসার্স ব্রহ্মপুত্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডকে নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৫৩.২৬ শতাংশ এবং বাকি অংশের কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা আছে। গত ১ জুলাই নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং এনএইচআইডিসিএল-এর ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সড়কগুলির দ্রুত ও স্থায়ী মেরামত এবং অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন। বর্তমানে এনএইচআইডিসিএল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় সড়কের পুনর্নির্মাণ, ২-লেন ও ৪-লেন উন্নীতকরণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক এবং এনএইচআইডিসিএল-এর সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হলে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। বিশেষ করে বিকল্প জাতীয় সড়কটি সম্পূর্ণ হলে এনএইচ-০৮-এর ওপর নির্ভরতা কমবে, উত্তর ও মধ্য ত্রিপুরার সঙ্গে রাজধানী আগরতলার একটি নির্ভরযোগ্য ও সব ঋতুর জন্য বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। বর্তমানে ত্রিপুরা মূলত একটিমাত্র প্রধান মহাসড়ক এনএইচ-০৮-এর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।আসাম-আগরতলা সড়কে কোনও কারণে ধস বা বন্যার জন্য রাস্তা বন্ধ হলে রাজ্যে খাদ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও জ্বালানি সরবরাহে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই বিকল্প জাতীয় সড়কটি সম্পূর্ণ হলে সেই একক নির্ভরতা অনেকটাই কাটবে। এর ফলে সময় ও জ্বালানি উভয়ই সাশ্রয় হবে এবং আমাদের কৃষক, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন, বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে।

PNIeT-12/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date:27/08/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:33/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76379_1	Rs. 37,12,358	Rs. 74,247	120(One hundred twenty) Days	07/09/2026 Time 15.00 Hrs	07/09/2026 Time 16.00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Clas
2	DNIe-T No:34/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76382_1	Rs. 48,53,688	Rs. 97,074					
3	DNIe-T No:35/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76390_1	Rs. 48,53,688	Rs. 97,074					
4	DNIe-T No:36/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76400_1	Rs. 14,05,174	Rs. 28,103					
5	DNIe-T No:37/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76405_1	Rs. 19,07,750	Rs. 38,155					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e- procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P. W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-21/AGRI/EE/MECH/2026-27

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech), Agri Mechanical Division, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 04.00P.M on 09/09/2026.

Sl No.	DNIT No	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last date & Time of e-bidding	Bid opening date	Eligibility of the bidder
1	e-17/AGRI/EE(M)/2026-27	Seed Processing Plant at Bishramganj Bishalgarh Agri Division, under Sub- Sepahijala District./ S.H:- Providing Internal Electrification.	Rs. 2,50,440.0	Rs. 1,000/-	Rs. 1,000/-	09/09/2026 Upto 4.00 PM	09/09/2026 5.00 PM (If Possible)	The Enlisted contractor from the Central & State Public Sector undertaking/ Enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm having experience.

Detailscanbeseeninweb-portal:www.tripuratenders.gov.inandmaybecontactedwithO/otheundersigned if desired.

ICA/C-1800/26

Sd/-
Falgun Debbarma
Excutive Engineer (Mech.)
Agri Mechanical Division
Office Lane, Agartala

EDUCATIONAL NOTIFICATION FOR ADMISSION IN M.PHARM (PHARMACEUTICS) COURSE IN RIPSAT, AGARTALA FOR THE ACADEMIC YEAR 2026-27

Applications are invited from the eligible students of Tripura graduated from Regional Institute of Pharmaceutical Science & Technology (RIPSAT) for admission in 04 (four) number of seats in Master of Pharmacy (Pharmaceutics) course for the academic year 2026-27 in Regional Institute of Pharmaceutical Science & Technology (RIPSAT), Abhoynagar, Agartala, Tripura.

These 04 (four) numbers of seats are reserved for the students of Tripura, graduated from RIPSAT only.

Eligibility: Preference will be given to the GPAT qualified candidates, falling which CUET (PG-Pharmacy) qualified, failing which marks obtained in B.Pharm in aggregate percentage/CGPA.

Sl No.	Course Name	Number Seats	Category		
			UR	ST	SC
1	Master of Pharmacy, (Pharmaceutics)	04(Four	02	02	NIL

The application from eligible candidate in plain paper shall contain the following particulars

1. The name of the candidates
2. Fathers Name/ Husbands name
3. Present address/Permanent Address
4. Category certificate (if applicable)
5. Madhyamik Admit Card- denoting date of Birth of the candidate.
6. Qualification certificate- B.Pharm Mark sheet / GPAT Score Card/CEUT score card
7. B.Pharm certificate.
8. Permanent Resident Certificate/ Domicile Certificate.
9. Valid Pharmacist Registration Certificate.

The filled-up application with copies of relevant documents as prescribed in the particulars stated above must reach this Directorate on or before 04:00 PM of 7th October, 2026.

ICA/D-897/26

Prof. (Dr.) Abhijit Datta
I/C, Director of Medical Education
Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 05/EE/WRD-I/e-tender/2026-27. Dated:- 27/08/2026.

The Executive Engineer, Water Resource Division No-I, Kunjaban, Agartala, Tripura West, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway on 07-09-2026 upto 3:00 PM & Tender may likely to be opened on 08-09-2026 at 4:00 PM (if possible) for the following works through e-procurement portal:-

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 25/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 4,11,223.00	₹ 8,224.00	03 (Three) months
2	DNIeT No: 26/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 5,57,902.00	₹ 11,158.00	09 (Nine) months
3	DNIeT No: 27/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 5,53,026.00	₹ 11,061.00	09 (Nine) months
4	DNIeT No: 28/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 5,67,468.00	₹ 11,349.00	09 (Nine) months
5	DNIeT No: 29/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 5,52,004.00	₹ 11,040.00	09 (Nine) months
6	DNIeT No: 23/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26 (3rd Call)	₹ 92,88,521.00	₹ 1,85,770.00	12 (Twelve) months
7	DNIeT No: 30/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 9,20,314.00	₹ 18,406.00	12 (Twelve) months
8	DNIeT No: 31/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 8,07,229.00	₹ 16,145.00	12 (Twelve) months
9	DNIeT No: 32/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 8,24,178.00	₹ 16,484.00	12 (Twelve) months
10	DNIeT No: 33/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 6,34,618.00	₹ 12,692.00	12 (Twelve) months
11	DNIeT No: 34/EE/WRD-I/DNIeT/2026-27	₹ 9,41,628.00	₹ 18,833.00	03 (Three) months

1. Last date & time for online Bidding:- 07/09/2026 upto 3:00 PM.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 08/09/2026 at 4:00 PM (if possible)

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-1804/26

(Er. Arindam Chakraborty),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-I,
Kunjaban, Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/38/ 2026-27 dated: 28/08/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the eligible bidders / farm /agencies / authorized distributor(s)/ authorized system integrator(s) with valid tender specific Authorization Certificate (MAF) from OEM having valid Electrical Contractor License issued by Tripura Electrical Licensing Board and having experience for executing CCTV maintenance for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	EE-IED/AGT/88/ 2026-27	10,55,079.00	21,102.00	365(Three six five) Days

Last date and time for document downloading and bidding is on 08/09/ 2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 08/09/2026 if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1809/26

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala,
West Tripura Contact:700528548

3rd Claimant Notice

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by I/C FPU-Jampuijala, FR. Vide his OR No. 46/FPU-JMPJ/23-24/OR Dated, 09/01/2024 and Memo No.F.4/FPU- JMPJ/23-24/OR/510-11, Dated, 20/02/2024, that vehicle bearing Registration No.TR01-T-1843 was seized while performing patrolling duty by I/C FPU-Jampuijala along with staff has intercepted 01 (one) no. Vehicle bearing Registration No.TR01-T-1843 illegally Collection of Round Timber over 0.146 cum without document on 09/01/2024 at about 11.00 AM, at Ghaniamara area of questionable origin.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7 (86)/For-FP-86/14469 dt. 09/06/1987 and No.F.13 (103)/For/Estt/2014/50233 dated 12/02/2015 of the Forest Department Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Sec 2 of Sec 52 (A) of Indian Forest Act, (Tripura Second Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing registration No. TR01-T-1843 for illegally collection of Round Timber of Forest produce of questionable origin in commission of Forest offence under section 41, 41(B), 42, 52 & 52(A) of Indian Forest Act, 1927, and made there under.

NOW THEREFORE, now once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR01-T-1843 prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (SDFO Bishalgarh) within 10 (ten) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle of their authorized representative fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-party.

Issued under my seal and signature of this day on 25/August 2026.

ICA/D-903/26

[Ishang Lal, IFS] (Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bishalgarh Forest Sub-Division

চেইন ছিনতাই কান্ডে ই-অটোসহ যুবক গ্রেফতার

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: অভয়নগর এলাকায় এক ছাত্রীর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করল এনসিসি থানার পুলিশ। ঘটনায় ব্যবহৃত ইলেকট্রিক অটোটিও উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ছিনতাই হওয়া সোনার চেইন এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনায় আরও দু'জন জড়িত রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। তারা বর্তমানে পলাতক।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ আগস্ট অভয়নগর আউটপোস্টে খবর আসে, বুদ্ধমন্দির সংলগ্ন শান্তিগামী ক্লাবের পেছনে দুই ছাত্রী বুদ্ধমন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি ইলেকট্রিক অটো তাঁদের পথ আটকায়। অভিযোগ, অটো থেকে এক যুবক নেমে এক ছাত্রীর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত অটোতে করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পাওয়ার পর এনসিসি থানার ওসি এবং অভয়নগর আউটপোস্টের পুলিশ আধিকারিকরা দল নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ প্রথমে ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত অটোটিকে শনাক্ত করে। পরে অটোর নম্বরের সূত্র ধরে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক যুবককে বিটারবন এলাকা থেকে আটক করা হয়।

পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃত যুবক ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। ছিনতাই হওয়া সোনার চেইনটি অপর দুই সহযোগীর কাছে রয়েছে বলেও সে পুলিশকে জানিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। ওই দুই ব্যক্তির সন্ধানে তল্লাশি চলছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে পুলিশ আশাবাদী।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ইলেকট্রিক অটোটির নম্বর টিআর ০১ত্ত এল - ৪৩৬৬। গ্রেফতার হওয়া যুবকের বাড়ি বিটারবন এলাকায়। সোমবারই তাকে আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এ ঘটনায় এনসিসি থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।

এদিকে, গত কয়েকদিনে চুরি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান জোরদার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, গত ১৫ দিনে বিভিন্ন চুরির ঘটনায় প্রায় ১৫ থেকে ১৬ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছেন।দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং চুরি যাওয়া সোনার চেইন উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

৪৭ বছরেও স্থায়ী সমাধান নেই, নদীভাঙনে অস্তিত্বের সংকটে অজগরটিলা গ্রামের প্রধান সড়ক

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: বছরের পর বছর ধরে নদীভাঙনের কবলে পড়ে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে গ্রামের প্রধান সড়ক। প্রায় ৫০০ মিটার এলাকাজুড়ে ভয়াবহ ভাঙনে এখন চরম ঝুঁকির মুখে খোয়াই মহকুমার অজগরটিলা ও চরগণকী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নদী থেকে বালি উত্তোলন এবং ভাঙন রোধে নিম্নমানের বোল্ডার ব্যবহারের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

গ্রামবাসীদের দাবি, ১৯৭৯ সালে গুংরাইছড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে পহরমুড়া জল উত্তোলন কেন্দ্র পর্যন্ত নদীর পাড়ে বোল্ডার দিয়ে কংক্রিটের সাইড বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরবর্তী সময়ে স্থায়ীভাবে তা পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় ৪৭ বছর ধরে সমস্যাটি কার্যত উপেক্ষিত রয়েছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে নদী থেকে নিয়মিত বালি উত্তোলনের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ও নদীর পাড়ের স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভাঙনকবলিত এলাকার দুই প্রান্তে বালি উত্তোলনের মেশিন বসানো রয়েছে বলেও দাবি তাঁদের। বৈধ অনুমতি থাকার কথা জানানো হলেও এর ফলে নদীর পাড়ের ক্ষয় আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ভাঙনের কারণে গ্রামের প্রধান সড়কের পরিস্থিতি বর্তমানে অত্যন্ত বিপজ্জনক। স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার একটি বড় অংশ নদীর দিকে ধসে পড়ছে। ফলে ভারী যানবাহন চলাচল কার্যত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনগুলি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অ্যাম্বুলেন্স, দমকলের গাড়ি এবং স্কুলের যানবাহন চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে।

এই রাস্তার ওপর নির্ভর করে এলাকার একটি সরকারি ও একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করে। রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হলে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে একাধিক দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ভাঙন দেখা দিলে মাঝে মধ্যে নিম্নমানের বোল্ডার ফেলে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু স্থায়ী পরিকল্পনা ছাড়া এই ধরনের কাজ কয়েকদিনের মধ্যেই জলের স্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাজের গুণমান ও তদারকি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ, মেরামত বন্ধ থাকায় বেহাল রাস্তায় চরম দুর্ভোগ

● আটের পাতার পর জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের দাবি, নিম্নমানের কাজের পরিবর্তে সঠিক মান বজায় রেখে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হোক, যাতে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান ঘটে।

দীর্ঘদিনের পানীয় জলসংকট, নতুন বাজারে সড়ক অবরোধ করে

● আটের পাতার পর দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাত দিনের মধ্যে পানীয় জলসংকট সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে অবশেষে অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা। এরপর এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তবে প্রশাসনের দেওয়া সাত দিনের সময়সীমার মধ্যে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রত্যেকরায় গ্রামের ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনের এই পানীয় জলসংকট দ্রুত সমাধানে প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

ড্রপগেটে শহীদ তপন চক্রবর্তীর

● আটের পাতার পর দেবনাথ-সহ অন্যান্যরা।

প্রথমে শহীদ তপন চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। পরে গৌতম ঘোষের সভাপতিত্বে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, পঙ্কজ ঘোষ এবং শুভঙ্কর মজুমদার। বক্তারা শহীদ তপন চক্রবর্তীর সংগ্রামী জীবন ও তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

ধর্মনগর হাসপাতালে আইসিইউ চালুসহ ৬

● আটের পাতার পর রয়েছেমহকুমা হাসপাতালে দ্রুত আইসিইউ ইউনিট চালু করা, শিশু বিশেষজ্ঞসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ, পর্যাপ্ত নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ নিশ্চিত করা, ২৪ ঘণ্টার জরুরি চিকিৎসা ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা এবং রোগীদের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিবেশ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।

এছাড়াও ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নের দাবি জানানো হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

গণ-ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিরূপণ দে, প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দ্বিগবিজয় চক্রবর্তী, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য কেবল নন্দী, ধর্মনগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ দাস, মহিলা জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী মানসী মালাকার-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

এদিন উত্তর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে দাবি সনদ তুলে দেওয়ার পর কংগ্রেস নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ করা না হলে ১১তম দিনে ধর্মনগর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে সিএমও অফিস ঘেরাও করে আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হবে।

দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নত করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

খোয়াইয়ে ফের বাইক দুর্ঘটনা

● আটের পাতার পর ১৮ থেকে ১৯ বছর এবং বাড়ি খোয়াইয়ের তুলাশিখর এলাকায় বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যে আরও দুটি বাইপাস সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: রাজ্যে বর্তমানে ৪টি বাইপাস রাস্তা রয়েছে। এর সবগুলিই এনএইচআইডিসিএল-এর অধীনে রয়েছে। এই সড়কগুলি হচ্ছে মোহনপুর বাইপাস, খোয়াই বাইপাস, খয়েরপুর-আমতলি বাইপাস এবং বিশালগড় বাইপাস। আরও দুটি বাইপাস নির্মাণের প্রস্তাব এনএইচআইডিসিএল-এর অধীনে রয়েছে। এগুলির বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) বর্তমানে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এগুলি হবে আগরতলা-বাইপাস (পশ্চিম শাখা) এবং আগরতলা পূর্বাঞ্চলীয় বাইপাস।

আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক স্বপ্না মজুমদারের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, চার লেন বিশিষ্ট আগরতলা বাইপাস (পশ্চিম শাখা) সড়কের ডিপিআর বর্তমানে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর আনুমানিক দৈর্ঘ্য হবে ২৫.৪০২ কিলোমিটার। সড়কটি ৮ নং জাতীয় সড়কের আমতলি অংশ থেকে শুরু হবে। এরপর আগরতলা শহরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে অগ্রসর হয়ে লেম্বুছড়ার ১০৮বি জাতীয় সড়কে গিয়ে মিলিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সড়কটি নির্মিত হলে পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে দূরপাল্লার যানবাহন অনায়াসে চলাচল করতে পারবে। ফলে আগরতলা শহরের আভ্যন্তরীণ যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

তিনি জানান, চার লেন বিশিষ্ট আগরতলা পূর্বাঞ্চলীয় বাইপাস সড়কটিরও ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। এর নির্ধারিত দৈর্ঘ্য হবে ২২.১০২ কিলোমিটার। সড়কটি লেম্বুছড়ার ১০৮বি জাতীয় সড়ক থেকে যাত্রা শুরু করবে। এরপর আগরতলা শহরের পূর্ব দিক দিয়ে খয়েরপুর ছুঁয়ে পুনরায় আমতলির ৮ নং নম্বর জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশবে। এই বাইপাসটি চালু হলে শহরের পূর্ব দিকের যানবাহন চলাচলের উপর চাপ সম্পূর্ণ দূর হবে এবং আগরতলার যানজট অনেকাংশে লাঘব হবে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়

● প্রথম পাতার পর পাশাপাশি দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সুযোগ করে দেয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও উপস্থিত শিক্ষার্থীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান শেষে জামজুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন পরিদর্শন করেন বিপ্লব কুমার দেব। এ সময় তিনি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

প্রতিবাদে বিধানসভা

● প্রথম পাতার পর এদিনের ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিধানসভায় একজন নির্বাচিত সদস্যকে এভাবে বহিষ্কার করে তাঁর কণ্ঠরোধ করা গুরুতর অন্যায়। ডি.জি.পি.-র মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং প্রকৃত ঘটনা সামনে আনতে হবে। তিনি আরও অভিযোগ করে, ত্রিপুরার প্রায় ৪০ হাজার পুলিশকর্মীর স্বার্থের সঙ্গেও এই ঘটনা জড়িত। পুলিশের মহানির্দেশকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও এর পেছনে কারও প্ররোচনা থাকলে সেই ব্যক্তির ভূমিকা প্রকাশ্যে আসা জরুরি।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও এদিন জোরালো করে বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে সম্ভাব্য প্ররোচনাকারী ও প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে। তাই নৈতিক কারণে তাঁর আর এক মুহূর্তও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে থাকা উচিত নয় বলে দাবি করা হয়। অন্যদিকে, স্পিকারের বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একজন সদস্যের বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকা উচিত বলেও বিরোধীরা মন্তব্য করেন। সুদীপ রায় বর্মনের বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে সোমবার বিধানসভা চত্বরে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ে।

সাইমা নদী থেকে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ পর রবিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ নদী থেকে বস্তাবন্দি মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহটি একটি বস্তার মধ্যে মোড়ানো ছিল এবং ওই বস্তার সঙ্গে কয়েকটি ইট বাঁধা অবস্থায় ছিল।

মৃতদেহে পচন ধরায় এখনও পর্যন্ত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার পর্যন্ত মৃতদেহটির কোনও দাবিদার বা আত্মীয়ের সন্ধান না মেলায় এটি বেওয়ারিশ অবস্থায় রয়েছে।

বস্তাবন্দি অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার এবং তার সঙ্গে ইট বাঁধা থাকার বিষয়টি ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি খুনের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং মৃত ব্যক্তির পরিচয় তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

বর্তমানে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহটি গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ এবং ময়নাতদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা করা হবে বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগরতলায় বিক্ষোভ কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কথিত 'শুদ্ধিকরণ' কর্মসূচির অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু অভিযোগ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে উত্তরাখণ্ড পুলিশ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করেছে। এর প্রতিবাদেই এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন অভিযোগ করেন, দেশে সংবিধানবিরোধী শক্তি এবং জাতপাতের মানসিকতার বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী ধারাবাহিকভাবে সরব হয়েছেন। বিশেষ করে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি-সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন বলেও দাবি করেন সুদীপ রায় বর্মন।

তিনি বলেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের উত্তরাখণ্ডের কর্মসূচির পর সেখানে কথিত 'শুদ্ধিকরণ'-এর ঘটনা ঘটেছে। তাঁর অভিযোগ, তফসিলি জাতিভুক্ত একজন নেতার সঙ্গে এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সুদীপ রায় বর্মন আরও অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধী এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করে মূল ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

কংগ্রেসের দাবি, কথিত 'শুদ্ধিকরণ'-এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

এদিনের কর্মসূচি থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, জাতপাত ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে রাহুল গান্ধীকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র গণতান্ত্রিক ও আইনি পথে প্রতিবাদ জারি থাকবে। এদিকে, প্রাক্তন ডিজিপির অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং তাঁর কথিত 'সুইসাইড নোট' গোপন করার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও জানানো হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ কংগ্রেস সমর্থকেরা।

তিন মাস ধরে বিকল

● প্রথম পাতার পর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি, গত তিন মাস ধরে এক্সরে মেশিনটি বিকল হওয়ার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সংস্থার টেকনিক্যাল টিম একাধিকবার হাসপাতালে এসে মেশিনটি পরীক্ষা করেছে। মেশিনটি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়েছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টস চণ্ডীগড় থেকে আনাতে হবে। কিন্তু সেই পার্টস আনতে সংস্থার তরফে বিলম্ব হওয়ায় এখনও মেশিনটি সচল করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, এক্সরে পরিষেবা বন্ধ থাকায় শুধু রোগীরাই নন, চিকিৎসকদেরও চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে জানা গেছে। দ্রুত মেশিনটি মেরামত করে পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, জেলার মহকুমা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবার দিকে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশীষ দাসের যথেষ্ট নজর নেই। এর ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা রোগীরা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘ তিন মাস ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে বিশালগড়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে। অবিলম্বে বিষয়টিতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করে এক্সরে মেশিনটি দ্রুত সারাইয়ের মাধ্যমে পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

স্কুলে পড়ুয়াদের বাইক-স্কুটি

● প্রথম পাতার পর স্কুলে পড়ুয়াদের বাইক ও স্কুটি নিয়ে আসার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং অন্যান্য সমস্যার কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। জেলা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষগুলিকে নির্দেশটি যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য জানানো হয়েছে। জেলা শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশের ফলে স্কুলপড়ুয়াদের নিরাপত্তা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিধানসভায় বেসরকারি

● প্রথম পাতার পর প্রত্যাবর্তনকারীর জন্য তাৎক্ষণিক অনুদান হিসেবে ৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ৯১ জনের ক্ষেত্রেই তা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গুর্খাবস্তি শাখার স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রাখা হয়েছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অংশ হিসেবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে এবং তা ৩৬ মাস পর্যন্ত প্রদান করা হবে। এই সময়ে এমওএস এর ধারা ১২ অনুযায়ী প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী প্রতি মাসে ৬০০০ টাকা করে ভাতা পেতে থাকবেন। প্রযোজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের জন্য তাদের নাম ও জীবিকাভিত্তিক প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতেও পাঠানো হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বনভূমি চেয়ে করা আবেদনগুলি সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বনভূমি বরাদ্দের ক্ষমতা নেই। এ ধরণের দাবি বনাধিকার আইন ও বিধি অনুযায়ী উপযুক্ত জেলা/মহকুমা স্তরের কমিটিকে পরীক্ষা করতে হবে। এমওএস এর ধারা ১২ অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ পর্যন্ত চার বছরে ত্রিপুরার জনজাতিদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ২৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করবে। প্যাকেজটির দায়িত্ব উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (এমওডিওএনইআর) কে দেওয়া হয়, যা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে এর বাস্তবায়ণের জন্য নির্দেশিকা জারি করে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে যোগ্য প্রকল্পভিত্তিক প্রস্তাব চিহ্নিত ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে, দায়মুক্ত জমিরপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং নির্বাচন ও মঞ্জুরির জন্য প্রস্তাবগুলি উপযুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। পরবর্তীকালে, ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে এমওডিওএনইআর স্পষ্ট করে যে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে কমিউনিটি প্রকল্প কিংবা ব্যক্তিগত সুবিধাভোগীকেন্দ্রিক প্রকল্প কোনটাই গ্রহণ করা যাবে না। চারটি প্রত্যাবর্তনকারী গোষ্ঠীকেই এই স্পষ্টিকরণ ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে তাদের জমা দেওয়া বহু প্রকল্প প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির চিহ্নিত ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির সঙ্গে সম্পর্কিত। নির্দেশিকা পাওয়ার পর চারটি প্রত্যাবর্তনকারী গোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট লাইন দপ্তরগুলির সঙ্গে পরামর্শ করা হয়, যার মধ্যে ১০ অক্টোবর ২০২৫ ও ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের বৈঠকও অন্তর্ভুক্ত। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীও তাঁদের দাবি ও অভিযোগ নিয়ে একাধিকবার প্রত্যাবর্তনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। নির্ধারিত পদ্ধতি, জমির প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকল্পভিত্তিক কনসেপ্ট নোটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গোষ্ঠীগুলিকে অবহিত করা হয়। ঘাটতিগুলি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জানানো হয় এবং ২৭ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে পুনরায় উল্লেখ করা হয়। নির্দেশিকা-সম্মত প্রস্তাব তৈরিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সহায়তার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। জুন ও জুলাই ২০২৬-এ অভিযোগগুলি আরও পরীক্ষা করা হয়। জুন ২০২৬-এ এনএলএফটি ও এটিটিএফ গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রস্তাবগুলি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা পুনরায় জানানো হয়।

২৫০ কোটি টাকার এসডিপি সীমার মধ্যে প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা, যুক্তিসঙ্গতিকরণ ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ১৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি ২০ ও ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখে বৈঠক করে; ওই সময় এনএলএফটি (পিডি) ও এটিটিএফ নতুন প্রকল্প তালিকা জমা দেয়। চারটি গোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত সংশোধিত প্রস্তাবে মোট ১১৩ টি প্রকল্প ছিল, যার মোট ব্যয় ৩১০.৯৫ কোটি টাকা।

সংশোধিত প্রস্তাবগুলির মোট ব্যয় এসডিপি সীমার চেয়ে ৬০.৯৫ কোটি টাকা বেশি এবং সেগুলির আরও অগ্রাধিকার নির্ধারণ প্রয়োজন। সম্ভাব্যতা পরীক্ষা এবং নির্দেশিকা-সম্মত কনসেপ্ট নোট তৈরির জন্য প্রস্তাবগুলি সংশ্লিষ্ট লাইন দপ্তরগুলিতে পাঠানো হয়েছে। ১৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখে একটি পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। চারটি প্রত্যাবর্তনকারী গোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে আরও পরামর্শ করা হবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি সম্পর্কে এমওডিওএনইআর-এর স্পষ্টিকরণের পরিপ্রেক্ষিতে, এ ধরনের জমি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলি ওই পরামর্শের সময় পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ বজায় রাখা হয়েছে এবং পুনর্বাসন ও এসডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নির্ধারিত ৩৬ মাস পর্যন্ত চলমান বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ভাতা প্রদান অব্যাহত থাকবে। ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত পরামর্শের পর যোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবগুলি এমওএস, এমওডিওএনইআর-এর নির্দেশিকা, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি সম্পর্কিত স্পষ্টিকরণ এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত থাকবে।

২২-০৮-২০২৬ তারিখে আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় প্রকাশিত "প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি, ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরায় ৭২ ঘণ্টার চাকা বন্ধের হুশিয়ারি প্রাক্তন জঙ্গিদের" শিরোনামের সংবাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ২১-০৮-২০২৬ তারিখে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী/প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী তিনটি সংগঠন, যথা এনএলএফটি (পিডি), এনএলএফটি (ওআরআই) এবং এটিটিএফ, আগরতলার মানিক্য কোর্টে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে ৭২ ঘণ্টার সমগ্র ত্রিপুরা বন্ধ/ধর্মঘটের ঘোষণা করেছে বলে জানা যায়। কর্মসূচিটির নেতৃত্বে ছিলেন বলে জানা যায় এনএলএফটি (পিডি)-এর সভাপতি পরিমল দেববর্মা, এনএলএফটি (ওআরআই)-এর সভাপতি প্রসেনজিৎ দেববর্মা ৫ ছথন্স্ঠত্রদ্মম্ভ্র এবং এটিটিএফ-এর সভাপতি অলেন্দ্র দেববর্মা।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাচাইকৃত প্রত্যাবর্তনকারী/ক্যাডারদের ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ১২ জন নেতাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা/পিএসও প্রদান করা হয়েছে। ৯১ জন যাচাইকৃত ক্যাডারের জন্য খুমুলুংএ কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং আগরতলার রাধানগর শেল্টার হাউস ট্রেনিং সেন্টারে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৩ জন ক্যাডার/নেতাকে পারিবারিক আবাসন/কোয়াটার প্রদান করা হয়েছে। ৯১ জন যাচাইকৃত ক্যাডারের প্রত্যেককে ৪ লক্ষ টাকা করে বিতরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। গোষ্ঠীগুলির জমা দেওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিপরীতে ইন্সেন্টিভ হিসেবে ৯,৪৫,৪৫০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বিধান অনুযায়ী যাচাইকৃত ক্যাডারদের অবশিষ্ট প্রাপ্য সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা জী

বিদ্যুৎ-পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরে অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর এলাকাবাসী। অবরোধকারীদের অভিযোগ, সেন্ট্রাল স্কুল ও কামরাঙ্গা বাড়ি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় গত চার দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক নেই। বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলের সরবরাহও ব্যাহত হচ্ছে। ফলে তীব্র সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

দীর্ঘক্ষণ সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হন। বিশেষ করে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে সেন্ট্রাল স্কুল রোডে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অবিলম্বে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা এবং পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবি জানান তাঁরা। অবরোধের জেরে ওই এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। দ্রুত সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

ডিজিপির আত্মহত্যার নোট

● প্রথম পাতার পর তাঁকে নিজের আসনে ফিরে যেতে বলেন এবং বিধানসভার নিয়ম মেনে অধিবেশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অধ্যক্ষ এই সিদ্ধান্তের পরই উত্তেজনা আরও বাড়ে। কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)-এর বিধায়করা প্ল্যাকার্ড হাতে বিধানসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। কথিত আত্মহত্যার নোটের হদিস নিয়ে তদন্ত ও স্পষ্টতার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি অধ্যক্ষ প্রশ্নোত্তর পর্ব চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানান। পাশাপাশি নির্ধারিত কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর বিরোধীদের বিষয়টি আলাদাভাবে উত্থাপনের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

এরপর বিরোধী বিধায়করা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে ওয়েল থেকে নিজেদের আসনে ফিরে যান। ফলে ফের বিধানসভার স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয়।অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুকে ঘিরে কথিত আত্মহত্যার নোটের অস্তিত্ব ও তা কীভাবে পরিচালনা করা হয়েছে, তা নিয়ে এই ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হল। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশ্ন তুলেছে।

এদিকে, ত্রিপুরা বিধানসভার ১৩তম বিধানসভার ১০ম অধিবেশনের তৃতীয় দিনে আজ হাইভোল্টেজ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত কথিত সুইসাইড নোট নিয়ে আলোচনার দাবি ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে দিনের জন্য বিধানসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

জানা গেছে, জিরো আওয়ারে সুদীপ রায় বর্মন ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুর পর সামনে আসা কথিত সুইসাইড নোট নিয়ে বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপনের চেষ্টা করেন। এর আগে বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া এই বিষয়ে আলোচনার অনুমতি দেননি। এরপর বিষয়টি নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে সুদীপ রায় বর্মনের তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।অভিযোগ, প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মন অধ্যক্ষের উদ্দেশে অসংসদীয় ও আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যক্ষ তাঁর মন্তব্যে আপত্তি জানান এবং বিধানসভার কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগে তাঁকে দিনের জন্য বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।

অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের পর কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)-এর বিধায়করা সুদীপ রায় বর্মনের নেতৃত্বে বিধানসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। বিরোধী বিধায়করা ডিজিপির কথিত সুইসাইড নোট সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার দাবি জানাতে থাকেন। এর জেরে কিছু সময়ের জন্য বিধানসভার কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে বিধানসভার শৃঙ্খলা ও নিয়ম বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হলেও বিরোধী বিধায়কদের অভিযোগ, জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। সুদীপ রায় বর্মনের বহিষ্কার এবং বিরোধীদের ওয়েলে নেমে বিক্ষোভের ঘটনায় বিধানসভার চলতি অধিবেশনে সরকার ও বিরোধীদের সংঘাত আরও তীব্র হলো। ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যু এবং কথিত সুইসাইড নোটের বিষয়টি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতোরের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

গাড়ির ধাক্কা টমটমে

● প্রথম পাতার পর সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তবে দুর্ঘটনায় জড়িতদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশের সামনে থেকেই

● প্রথম পাতার পর হয় পুলিশ। তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, উত্তম দেবসহ বাকি অভিযুক্তরা এখনও পলাতক বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর অভিযুক্তদের গ্রেফতারে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

১৫ কোটি টাকার

● প্রথম পাতার পর নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ১৫ কোটি ৫ লাখ টাকা। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, বিপুল পরিমাণ গাঁজা বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই এলাকায় মজুত করে রাখা হয়েছিল।

অভিযানের পর উদ্ধার হওয়া সমস্ত গাঁজা আইন অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের সঙ্গে কারা জড়িত এবং পাচারচক্রের মূল হোতাদের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস, মজুতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং সম্ভাব্য পাচারকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। তদন্তে কারও সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সোনামুড়া মহকুমায় মাদক পাচার রুখতে নিরাপত্তা বাহিনীর এই অভিযানকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভিসি নির্বাচন ২৮ সেপ্টেম্বর

● প্রথম পাতার পর ভোটকেন্দ্র চিহ্নিত করেছে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যাপক প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আটটি জেলার জেলা শাসক ও কালেক্টরদের জেলা নির্বাচন আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৫২টি আরডি ব্লকের বিডিওদের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ২৩১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এবং ৩৭৩ জন সেক্টর অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী কাজে প্রায় ৮,৫০০ জন ভোটকর্মী নিয়োজিত থাকবেন বলে কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে।

এবারের ভোটগ্রহণ ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ভোট গণনা হবে ব্লক হেডকোয়ার্টার অথবা প্রশাসনের নির্ধারিত অন্যান্য কেন্দ্রে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়েও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকা ও ভোটকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে। নির্বাচন চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ নজরদারিও থাকবে।

নির্বাচনের কর্মসূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই টিটিএএডিসি-এর অন্তর্গত ভিলেজ কমিটি এলাকাগুলিতে মডেল কোড অব কনডাক্ট (নির্বাচনী আচরণবিধি) কার্যকর হয়েছে।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলায় রাজনৈতিক মহলেও তৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে। প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

ক্রীড়াঙ্গন

৫৫তম কেভিএস (KVS) জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬-২৭-এ অসাধারণ সাফল্যের জন্য আজ আগরতলার এনএসআরসিসি (NSRCC) খেলো ইন্ডিয়া জুডো সেন্টারের শিক্ষার্থী মৃগাক্ষী সাহা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক, সনদপত্র এবং ১০,০০০ টাকার অর্থ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

জয়চন্দ্র-র একমাত্র গোলে লিগে জয় দিয়ে সূচনা নাইন বুলেটস-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর সৌজন্যে আয়োজিত চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ের মুখ দেখলো নাইন বুলেটস। টুর্নামেন্টের চতুর্থ ম্যাচে টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে তারা। প্রথমার্ধে দুই দলের কোনো পক্ষই গোল করতে না পারলেও, খেলার দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি বদলায়। ৭১ মিনিটের মাথায় নাইন বুলেটস-এর ফুটবলার টি জয়চন্দ্র একটি চমৎকার জয়সূচক গোল করে দলকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটিতে প্রধান রেফারির দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে সামলান তাপস দেবনাথ।

উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই লিগের শুভ সূচনা হয়েছিল। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৪-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে টাউন ক্লাবকে পরাস্ত করে শুভসূচনা করে। এরপরের দিন দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ দুর্দান্ত পারফর্ম করে ৫-১ গোলের ব্যবধানে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে একপ্রকার উড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, রবিবার অনুষ্ঠিত তৃতীয় ম্যাচটি ছিল রোমাঞ্চে ভরপুর; যেখানে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের মধ্যে শক্ত লড়াই শেষে ম্যাচটি ৩-৩ গোলে ড্রয়ে অমীমাংসীতভাবে সমাপ্ত হয়।

দিনের খেলা : বিকেল সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম জুয়েলসএসোসিয়েশন বনাম কল্যাণ সমিতি। সন্ধ্যা ছয়টায় নৈশালোকে এগিয়ে চলো সংঘ বনাম টাউন ক্লাব।

আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেটে অপ্রতিরোধ্য আসাম রাইফেলস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর আন্তঃস্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের অপ্রতিরোধ্য ধারা অব্যাহত রেখে টানা পঞ্চম ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। নীপকো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপ লিগের ম্যাচে বিজয় কুমার গার্লস স্কুলকে পরাজিত করার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমে শুরু থেকেই দুর্দান্ত আধিপত্য বিস্তার করে দলটি, যা তাদের আগেই সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছিল। এদিন নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল পাহাড়সমান ২৩৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অনুষ্কা টুডু মাত্র ৭০ বল খেলে ঝোড়ো ১৮টি বাউন্ডারি ও ১টি ছক্কার সাহায্যে অনবদ্য ১১৮ রানের একটি মাস্টারক্লাস ইনিংস উপহার দেন, এবং স্নেহা নোয়াতিয়া ৩৭ বলে ৩৫ রান করে তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন। বিশাল লক্ষ্যের জবাবে ব্যাট করতে নামা বিজয় কুমার গার্লস স্কুল আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের নিখুঁত বোলিং আক্রমণের সামনে সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং নির্ধারিত ২০ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৪ রান তুলতে সক্ষম হয়। প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ধূলিসাৎ করে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের বোলার তানিয়া ছেত্রী মাত্র ৪ রান খরচ করে ৩টি এবং অন্তরা মুহুরী জোড়া উইকেট শিকার করে দলের বিশাল জয় নিশ্চিত করেন। ব্যাট হাতে বিধ্বংসী সেঞ্চুরি উপহার দিয়ে ম্যাচটিকে একপেশে করে তোলার স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষ্কা টুডু অনায়াসেই "প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ"-এর মর্য্যাদাপূর্ণ খেতাব অর্জন করে।

আইপিএল থেকে উঠে যাচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম? দশ দলের মতামত চেয়ে চিঠি ভারতীয় বোর্ডের

মুম্বই: আইপিএলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম থাকবে, না উঠে যাবে? এ নিয়ে সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিদের মতামত চাইল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। অনেক দল এই নিয়ম তুলে দেওয়ার পক্ষে। অনেক দল আবার চায় এই নিয়ম থাকুক। সে জন্যই সকলের মতামত চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ৩১ অগাস্ট, সোমবারের মধ্যে সব দলকে তাদের মতামত জানাতে বলা হল।

গত আইপিএলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। এই নিয়মের জন্য বোলারদের চ্যালেঞ্জ আরও বেড়েছে বলে মত অধিকাংশ ক্রিকেটারের। এমনকী, গত আইপিএলে বেশিরভাগ ম্যাচে যে বড় স্কোর উঠেছিল, তার নেপথ্যেও এই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম বলে মনে করা হয়েছিল।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মত চেয়েছে বিসিসিআই। আম্পায়ার, প্র্যাক্টিস সেশন সহ সমস্ত প্লেয়িং কন্ডিশন নিয়েই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মতামত চাওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ে নিয়ম।

এমনিতে প্রত্যেকবারই আইপিএলের পর সব দলের মতামত নেওয়া হয়। মনে করা হচ্ছে, আর এর মরশুম ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম বজায় রাখা হবে। আগের বছর অধিনায়কদের বৈঠকে সেটাই জানিয়েছিল বোর্ড। এবার সেই বৈঠকের কথা বোর্ডের তরফ থেকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রোহিত শর্মা, হার্দিক পাণ্ড্য, অক্ষর পটেল ও শুভমন গিলের মতো নামীরা ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম নিয়ে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেছেন। এবার দশ দলকে পাঠানো ই মেলে বোর্ড লিখেছে, "২০২৬ সালে আইপিএল শুরুর আগে অধিনায়কদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল যে, টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর ক্রিকেট পরিচালনা নিয়ে দশ দলের মত নেওয়া হবে। সেই ভিত্তিতেই আপনাদের সম্মিলিত মতামত চাওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে ৩১ অগাস্টের মধ্যে জবাব পাঠান। তাতে করে দ্রুত সেই মতামত পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ করার কথা ভাবতে পারব আমরা।"

হলিক্রসকে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথ প্রশস্ত প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দিরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃস্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপ লীগের ম্যাচে তারা ১২৫ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে হলিক্রস স্কুলকে এবং এই জয়ের সুবাদে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলার পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে। সকালে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির এবং নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অভিজ্ঞা বর্ধন ৫৯ এবং অস্মিতা রায় ৫৩ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বোলিং তোপে টিকতে পারেনি হলিক্রস স্কুল, ১৬ ওভার খেলে মাত্র ৩৯ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। বোলিং বিভাগে দলের পক্ষে বিধ্বংসী নৈপুণ্য প্রদর্শন করে সাক্ষী বার্মা, যিনি মাত্র ৭ রান খরচ করে তুলে নেন ৫টি উইকেট এবং অর্পিতা দাস শিকার করেন ২ উইকেট। দুর্দান্ত বোলিং প্রদর্শনের সুবাদে ম্যাচসেরা অর্থাৎ প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব অর্জন করে সাক্ষী বার্মা।

কোহলির থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বুমরাহ! সবার উপরে কে? ভারতের সর্বকালের সেরা বাছলেন অশ্বিন

শচীন তেন্ডুলকরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কারও প্রশ্ন নেই। ভারতের সর্বকালের ক্রিকেট ইতিহাসে তারপর কে? অনেকেই বলবেন বিরাট কোহলি। কিন্তু রবিচন্দ্রন অশ্বিন সেটা মনে করেন না। ভারতের সর্বকালের সেরা বাছতে বসে কোহলির উপর জায়গা দিলেন আরেক তারকা ক্রিকেটারকে। না, রোহিত শর্মা, মহেন্দ্র সিং ধোনি নন। কোহলির জায়গায় অশ্বিন বসালেন জশপ্রীত বুমরাহকে।

একটি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে ভারতের ১৬ জন ক্রিকেটারের মধ্যে সেরা বাছতে বলা হয়েছিল অশ্বিনকে। সব ধরনের ক্রিকেটের নিরিখে তা বাছতে হত। সেখানে আটটি ব্র্যাকেট ছিল। শচীনকে সব জায়গাতেই এগিয়ে রাখেন তিনি। প্রথমে কোহলি ও রোহিতের মধ্যে এগিয়ে রাখেন কোহলিকে। আবার সুনীল গাভাসকর ও বীরেন্দ্র শেহওয়াগের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়জনকে বেছে নেন। কারণ সব ধরনের ক্রিকেটে শেহওয়াগের গুরুত্ব বেশি। জাদেজার বদলে বেছে নেন ধোনিকে। নিজের উপরে রাখেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে।

এরপরই ছিল কঠিন পরীক্ষা। সেখানে ধোনির জায়গায় বেছে নেন শেহওয়াগকে। শেষমেশ কোহলি ও বুমরাহর মধ্যে একজনকে বাছতে বলা হয়। অধিকাংশ ক্রিকেটপ্রেমীই হয়তো কোহলিকে পছন্দ করবেন। কিন্তু অশ্বিনের ভোট বুমরাহর দিকে। কেন কোহলি নন? প্রাক্তন স্পিনারের ব্যাখ্যা, "টেস্টে বিরাট কোহলি কিংবদন্তি। ও দারুণ খেলেছে। কিন্তু যদি তিন ফরম্যাট মিলিয়ে একজনকে বাছতে হয়, তাহলে আমি জশপ্রীত বুমরাহকে বেছে নেব। তাতে হয়তো একটু পক্ষপাতিত্ব আছে। কিন্তু আমার মত বদলাবে না।"

আসলে অশ্বিন নিজেও বোলার। এর আগেও তিনি বোলারদের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। হয়তো সেই কারণেই বুমরাহর প্রতি পক্ষপাতিত্ব। তবে কোহলি-ভক্তরাও অশ্বিনের যুক্তির পালটা দিচ্ছেন। টেস্টে ৯২৩০ রান, টি-টোয়েন্টিতে ৪১৮৮, ওয়ানডেতে প্রায় ১৫ হাজার। এখনও খেলে চলেছেন। শচীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত, কিন্তু এই পরিসংখ্যান নিয়ে কোহলি কীভাবে বুমরাহর পিছনে? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে এক টানা প্রায় তিন দিন ফিল্ডিং করেছে ভারত। ম্যাচ শেষ হওয়ার দু'দিনের মধ্যে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে হাজির হতে হল কয়েক জনকে। ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হল তাঁদের। আগামী সাত মাসে ভারতের কঠিন সূচি রয়েছে। ক্রিকেটারেরা যাতে ফিট থাকতে পারেন সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

রবীন্দ্র জাডেজা, ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সবালকে উৎকর্ষ কেন্দ্রে হাজির হতে দেখা গিয়েছে। সঙ্গে ছিলেন শ্রেয়স আয়ার, রিঙ্কু সিংহ, সঞ্জু স্যামসন, রুতুরাজ গায়কোয়াড়েরা। ফিটনেস পরীক্ষার মধ্যে ব্রঙ্কো, ২ কিলোমিটার দৌড়, ইয়ো ইয়ো ছাড়াও ক্রিকেট সংক্রান্ত আলাদা কিছু পরীক্ষা ছিল। ব্রঙ্কো পরীক্ষায় ফিটনেস মার্কার কোনগুলি ২০ মিটার দূরে দূরে রাখা থাকে। ক্রিকেটারদের প্রথমে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে ২০ মিটার দৌড়ে ফিরতে হয়। এর পর ৪০ মিটার দৌড়ে ফিরতে হয়। শেষে ৬০ মিটার দৌড়ে স্টার্টিং পয়েন্টে ফেরার পর একটি সেট সম্পূর্ণ হয়। এ রকম পাঁচটি সেট করতে হয়। তাতে একজন ক্রিকেটার ১২০০ মিটার দৌড়ন। পুরো দৌড় সম্পূর্ণ করতে হয় সাড়ে ৫ মিনিটের মধ্যে।

ইয়ো ইয়ো পরীক্ষায় ২০০০ মিটার দৌড়তে হয় ১০ মিনিটের মধ্যে। পাশমার্ক ১৬.৫ পয়েন্ট। উল্লেখ্য, জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পাণ্ড্য, নীতীশ রেড্ডিরা পুরো ফিট নন। পুরো ফিট হলে তাঁদেরও এই পরীক্ষা দিতে হবে।

শনিবারের শিবিরে হাজির ছিলেন না জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। শ্রীলঙ্কা সিরিজে টানা বল করতে হওয়ায় তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট থাকা প্রিন্স যাদব পুরো সুস্থ হয়ে গিয়েছেন।

ভারতীয় দলের 'হোম সিজন' শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে। এর পর এশিয়ান গেমস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ রয়েছে। ভারত এ দল খেলবে অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে।

রেকর্ড নিয়ে ভাবি না', এশিয়া কাপে থাইল্যান্ডকে ধ্বংস করেও পা মাটিতে দীপ্তির, নজির স্মৃতিরও

এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই নজির দীপ্তি শর্মার। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর দুর্দান্ত বোলিংয়ে বিরাট জয় পেয়েছে ভারত। মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডও নিজের নামে করেন দীপ্তি। অন্যদিকে, বড় রান করতে না পারলেও নতুন রেকর্ড গড়েছেন স্মৃতি মন্ধানাও। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ১৫৯ রানের বেশি করতে পারেনি ভারত। জবাবে থাইল্যান্ড গুটিয়ে যায় মাত্র ৬৫ রানে। ৯৪ রানে জয় পায় হরমনপ্রীত সিংরা। এমন দাপুটে জয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা দীপ্তির। মাত্র ১.১ ওভার বল করেছেন। নিয়েছেন ৩ উইকেট। কোনও রান দেননি। সব মিলিয়ে তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ১.১-১-০-৩। তাঁর এই অবিশ্বাস্য স্পেলই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই ম্যাচের আগে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় থাইল্যান্ডের থিপাচা পুথাওয়ংয়ের সঙ্গে যুথ ভাবে শীর্ষে ছিলেন দীপ্তি। একটি উইকেট নিলেই একক ভাবে শীর্ষে উঠে যাওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর। এবার ৩ উইকেট নিয়ে ১৭১ উইকেটে পৌঁছে গেলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। তাও আবার টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ১৫০তম ম্যাচ খেলতে নেমে।

তবে ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে দলের জয়ই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচের পরে দীপ্তি বলেন, "কে পরের ম্যাচে খেলবে, কে রেকর্ডে আমাকে টপকাবে— এসব নিয়ে ভাবি না। নিজের উপর বিশ্বাস রাখি। প্রতিদিন কীভাবে আরও ভালো করা যায়, সেটাই ভাবি। আর দলকে, বিশেষ করে বোলারদের, কীভাবে সাহায্য করা যায়, সেটাই আমার লক্ষ্য।" এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচ জিতে অবশ্য আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে ভারতীয় দলের। দীপ্তির কথায়, "দল হিসাবে এটা দারুণ শুরু। সামনে আরও ম্যাচ রয়েছে। তবে প্রথম ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্ট শুরু করলে একটা গতি তৈরি হয়। যা ধরে রাখাই এখন লক্ষ্য।"

নবম ওভারে বল করতে এসে প্রথম বলেই ধাক্কা দেন দীপ্তি। তাঁর ঘূর্ণিতে বোল্ড হওয়ার হাত থেকে কোনও মতে বাঁচলেও এলবিডব্লিউ হন নাওমি হ্যামিল্টন। দু'বল পর শর্ট মিডউইকেটে ক্যাচ দেন নান্নাফাত চাইহান। নিজের প্রথম ওভারেই ডাবল উইকেট মেডেন পান দীপ্তি। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই নান্নাপাত কনচারোএনকাইকে সাজঘরে ফেরান। ৪৮ বলে ৪১ রান করে থাইল্যান্ডকে কিছুটা লড়াইয়ে রেখেছিলেন তিনি। ডাইভ দিয়ে অসাধারণ ক্যাচ নেন ঋচা ঘোষ। এই উইকেটই দীপ্তিকে পৌঁছে দেয় ১৭১-এ। একই ম্যাচে আরও একটি রেকর্ডের দরজা খুলে গেল স্মৃতি মন্ধানার সামনে। ওপেন করতে নেমে ঝোড়ো শুরু করেছিলেন ভারতের সহ-অধিনায়ক। চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ বলে ১৯ রান করার পর রান আউট হয়ে ফিরে যান তিনি। কিন্তু ইনিংসের প্রথম বাউন্ডারি মারার পরেই রেকর্ডের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে ফেলেন স্মৃতি। মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। পিছনে ফেলেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা সুজি বেটসকে। বেটসের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট রান ১০,৭৪০। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজের ১৯ রান যোগ করে স্মৃতির মোট রান দাঁড়িয়েছে ১০,৭৫৬। তালিকার শীর্ষে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ। তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট রান ১০,৮৬৮। অর্থাৎ মিতালিকে টপকাতে স্মৃতির প্রয়োজন আর মাত্র ১১২ রান।

পাক ক্রিকেটারদের উপর নয়া 'ফতোয়া' মহসিন নকভিদের

ইমরান খানের ছেলেদের সাক্ষাৎকার নিয়ে বিতর্কে বিদ্ধ ইংল্যান্ড-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট। যা থামার লেশ মাত্র নেই। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দুই ছেলে সুলেমান ও কাশেমের সাক্ষাৎকার সম্প্রচারে আপত্তি জানিয়েছিল পিসিবি। পরিস্থিতি এতটাই সরগরম হয়ে ওঠে যে, লর্ডস টেস্টের মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর ম্যাচ বয়কটের ডাক দেন বাবর আজমরা। এবার সরকারি ভাবে প্রতিবাদ জানাল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কেবল তাই নয়, পাক ক্রিকেটারদের ইমরানের কারাবাসের বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করার ব্যাপারে সতর্ক করেছে পিসিবি। ঠিক কী ঘটেছিল? লর্ডস টেস্টের সময় স্কাই স্পোর্টস এক সাক্ষাৎকারে ডাকে ইমরানের দুই পুত্রকে। সাক্ষাৎকার নেন ইংল্যান্ড কিংবদন্তি ক্রিকেটার মাইকেল আথারটন। দুর্নীতির অভিযোগে প্রায় তিন বছর জেলে বন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পাক বোর্ড হুমকি দেয় সাক্ষাৎকার যদি ম্যাচের মধ্যে সম্প্রচারিত হয়, তাহলে টেস্ট বয়কট করবেন বাবররা। শেষে অবশ্য পাকিস্তান মাঠে নামে। তবে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে সেই সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয়। এতে বিশ্বকাপ জয়ী পাক অধিনায়কের শারীরিক অবস্থা থেকে পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন নিয়েও মুখ খোলেন তাঁরা। যা বর্তমান শাহবাজ শরিফের কাছে অস্বাচ্ছন্দ্যের।

এদিকে শরিফ মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। সেই কারণেই বিরক্ত হয়ে স্কাই স্পোর্টসকে সম্প্রচার বন্ধ করতে বলে পাক বোর্ড। যদিও তাতে কর্ণপাত না করে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলায়নি। একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচারিত হলে লর্ডস টেস্ট এবং ইংল্যান্ড সফরের বাকি ম্যাচ বাতিল করার হুমকি দিয়েছিল পিসিবি। শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয় এবং লাঞ্চের বিরতির পর পাকিস্তান দল মাঠেও নামে। এই ঘটনায় সম্প্রচারের আগে স্কাইয়ের কাছে অভিযোগও পৌঁছেছিল বলে খবর। পরিস্থিতি নিয়ে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডও সরকারের পরামর্শ চেয়েছিল যদিও এরকম 'আজব' হুমকির পর পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অজি ক্রিকেটার উসমান খোয়াজা সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, 'ওরা নিশ্চয়ই মজা করছে।' এবার চ্যানেল কর্তৃপক্ষকে সরকারি ভাবে নিজেদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছে পিসিবি। আপত্তি সত্ত্বেও কেন ওই সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয়েছে, সে কথাও জানতে চেয়েছেন নকভিরা। প্রশ্ন হল, ইমরানের কারাবাসের বিষয়ে মুখ না খোলার ব্যাপারে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সতর্ক কেন করা হল? জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরানের কারাবাস নিয়ে মন্তব্য করার জন্য ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম কয়েকজন পাক ক্রিকেটারকে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাই এই সিদ্ধান্ত।

নো বলে বদলে যাচ্ছে ম্যাচের ভাগ্য! বোলারদের গা-ছাড়া মনোভাবে আর্থিক জরিমানা চান গাভাসকর

নো বলে বদলে যাচ্ছে ম্যাচের ভাগ্য। বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হাতছাড়া হচ্ছে অথচ হেলদোল নেই বোলারদের। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং বিভাগের এই মানসিকতায় রীতিমতো ক্ষেপেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। তিনি বলছেন, এবার থেকে বোলাররা নো বল করলে জরিমানা করা হোক। নো বলের সংখ্যা বাড়লে জরিমানাও বাড়ানো হবে। ভাগ দিতে হবে বোলিং কোচদেরও।

দেশের মাটিতে ২০১৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের লেন্ডল সিমনস আউট হলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে। পরে দেখা গেল সেটা নো বল। সিমন্স একাই ৮২ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে হারিয়ে দিলেন। এক বছর বাদে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল। ফখর জামান আউট হলেন জসপ্রীত বুমরাহর বলে। পরে দেখা গেল সেটাও নো বল। ফখর সেঞ্চুরি করলেন। পাকিস্তান ৩৩৮ রান তুলল। ভারত অপ্রত্যাশিত ভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাতছাড়া করল। এ তো গোল দুটো উদাহরণ। এমন বহু ম্যাচ হাতছারা হয়েছে স্রেফ নো বলের জন্য। সদ্য শ্রীলঙ্কা সিরিজের একের পর এক নো বল করেছেন রবীন্দ্র জাদেজার মতো সিনিয়র বোলার। নীল গাভাসকর মনে করছেন, এই নো বল করার প্রবণতা স্রেফ বোলারদের গা-ছাড়া মনোভাবের জন্য। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে লেখা প্রতিবেধনে গাভাসকর বলছেন, "ক্রিকেটে যে দুটো জিনিস ক্রিকেটারদের হাতে থাকে সেটা হল নো বল না করা আর ব্যাটারদের গার্ড নেওয়া। ক্রিকেটাররা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেন, যেটা তাঁদের হাতে রয়েছে সেটা ভালোভাবে করতে চান। তাহলে নো বল কেন হচ্ছে?" নো বল রুখতে টেস্টেও ফ্রি হিট চালুর প্রস্তাবের কথা শোনা যাচ্ছে। গাভাসকর সেসবের পক্ষে নন। তিনি মনে করছেন, টেস্টে ফ্রি হিট দেওয়া মানে ব্যাটারদের আরও সহজে রান করতে দেওয়া। এমনিই ব্যাটাররা অনেক সুবিধা পান।

তাহলে নো বল রুখতে কী করণীয়? গাভাসকর বলছেন, বোলারদের সরাসরি আর্থিক ভাবে জরিমানা করা হোক। প্রত্যেক টিম নিজেদের মতো জরিমানা ঠিক করুক। প্রতিটি নো বল করলে সেই জরিমানা দ্বিগুণ হবে। অর্ধেক দিতে হবে বোলিং কোচকে। ম্যাচ শেষে ওই জরিমানার টাকায় সকলে মিলে নৈশভোজ সেরে ফেললেই হল। গাভাসকর মনে করছেন, শুধু নো বল নয়, মাঠের অনেক ছোটখাট ভুলেই এই ধরনের জরিমানার ব্যাবস্থা চালু করা যায়।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থা নজরদারিতে ৫১৫ সিসিটিভি

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ও সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করছে ত্রিপুরা সরকার। প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, সচেতনতামূলক প্রচার এবং উন্নত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে রাজ্যে ট্রাফিক শৃঙ্খলা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার বিধানসভায় এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

বিজেপি বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন শনাক্ত করতে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে স্পিড রাডার গান, ইন্টারসেপ্টর গাড়ি, অটোমেটেড নম্বর প্লেট রিকগনিশন ক্যামেরা এবং রেড-লাইট ভায়োলেশন ডিটেকশন ক্যামেরা।

এছাড়া অনলাইনে জরিমানা আদায়ের জন্য ই-চালান মেশিন ও কিউআর কোডভিত্তিক ব্যবস্থাও চালু করা হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রাফিক চেকপয়েন্টে ব্রেথ অ্যানালাইজার, স্পিড রাডার গান, বডি-ওর্ন ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, ওয়্যারলেস সেট, রিফ্লেক্টিভ জ্যাকেট বা টেপ, লাইট বার, ব্যাটনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগরতলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ডিসপ্লে বোর্ডসহ স্পিড চেকিং ডিভাইস ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্টের সামনে, আশ্রম চৌমুহনী থেকে চন্দ্রপুর আইএসবিটি পর্যন্ত এলাকা এবং ওএনজিসি ব্যাংক চৌমুহনী থেকে মূল ওএনজিসি প্রবেশপথ পর্যন্ত অংশ।

ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেও বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ডিসপ্লে স্ক্রিন, ফ্লেক্স ব্যানার, পোস্টারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

গত তিন বছরে সিসিটিভি ও ই-চালান ব্যবস্থার মাধ্যমে শনাক্ত হওয়া ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে শনাক্ত ঘটনাগুলিকে সরাসরি ফৌজদারি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় না। বরং লঙ্ঘনের ধরন অনুযায়ী প্রসিকিউশন রিপোর্ট তৈরি করা হয়, জরিমানা ধার্য করা হয় এবং তা আদায় করা হয়।

ট্রাফিক আইন পুলিশকর্মীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য কি না, তা নিয়ে টিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন সবার জন্য সমান। পুলিশকর্মীদেরও ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। পুলিশ বা সরকারি গাড়ির ক্ষেত্রেও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা কাম্য নয় এবং আইন ভাঙলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে জানান তিনি।

ট্রাফিক চেকপয়েন্ট নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুলিশকে রাস্তায় সাধারণ মানুষের জন্য অবাধে অসুবিধা তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া কোনো চেকপয়েন্ট বা অভিযান পরিচালিত হলে কিংবা এর ফলে আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে শুধুমাত্র চালান কাটার ব্যবস্থা হিসেবে দেখা উচিত নয়। ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার -এর মাধ্যমে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে ট্রাফিক পরিস্থিতি ও আইন লঙ্ঘনের ওপর আরও কার্যকর নজরদারি করা হচ্ছে।

বর্তমানে এই ব্যবস্থার আওতায় প্রায় ৫১৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা, ২২টি স্মার্ট ট্রাফিক সিগন্যাল, ৮১টি রেড-লাইট ভায়োলেশন ডিটেকশন ক্যামেরা, ৪৩টি ক্যামেরা, ৭৭টি ভেরিয়েবল মেসেজ ডিসপ্লে বোর্ড এবং ২৩৭টি জিপিএস-ভিত্তিক ট্রাফিক ইউনিট রয়েছে বলে বিধানসভায় জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এএনপিএ প্রযুক্তির মাধ্যমে পুলিশের প্রতিটি গাড়িকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা না করেও নম্বর প্লেট শনাক্ত করে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী গাড়ি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি। এর ফলে রাস্তার ওপর অপ্রয়োজনীয় যানজট ও হয়রানি কমার পাশাপাশি আইন প্রয়োগ আরও কার্যকর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগরতলার বাইরের শহর ও জনবহুল এলাকাতেও যানবাহনের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, সরকারের লক্ষ্য শুধু বেশি সংখ্যক চালান কাটা নয়, বরং ট্রাফিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি, নজরদারি জোরদার এবং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪ সেপ্টেম্বর থেকে সড়ক বন্ধের ডাক প্রাক্তন জঙ্গিদের

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি ও পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরাজুড়ে ৭২ ঘণ্টার চাক্কা বন্ধ কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রাক্তন জঙ্গিরা। তাঁদের এই ঘোষণাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

প্রাক্তন জঙ্গিদের অভিযোগ, অতীতে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সঙ্গে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তার অনেকগুলিই এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিগুলি পূরণের আবেদন জানিয়ে আসা হলেও প্রত্যাশিত সমাধান না হওয়ায় এবার বৃহত্তর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে, প্রাক্তন জঙ্গিদের দাবি ও প্রস্তাবিত আন্দোলন নিয়ে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা, দীর্ঘদিনের দাবি এবং পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। বিষয়টি সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখছে এবং দাবিগুলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলছে বলেও জানা গেছে।

আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে প্রস্তাবিত ৭২ ঘণ্টার চাক্কা বন্ধ কর্মসূচি ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কর্মসূচি হলে যান চলাচল, নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং সামগ্রিক জনজীবনে তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রাক্তন জঙ্গিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ না হলে আন্দোলনের পরিধি আরও বাড়ানো হতে পারে। তবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার সম্ভাবনাও রয়েছে। এখন ৪ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচি ঘিরে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

ধর্মনগর হাসপাতালে আইসিইউ চালুসহ ৬ দফা দাবিতে কংগ্রেসের গণ-ডেপুটেশন

ধর্মনগর, ৩১ আগস্ট: ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে অবিলম্বে আইসিইউ ইউনিট চালু, শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসক নিয়োগ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির দাবিতে উত্তর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে গণ-ডেপুটেশন দিল ধর্মনগর ব্লক কংগ্রেস। সোমবার দুপুর ১টায় ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ডেপুটেশন কর্মসূচিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তাঁদের ছয় দফা দাবির মধ্যে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-অটো ও অটোচালকদের ৭ দফা দাবি, ট্রাফিক এসপির কাছে স্মারকলিপি ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক রিকশা শ্রমিক সমিতির

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: ইলেকট্রনিক অটো ও অটো রিকশা পরিবহন শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং পরিবহন শিল্পের স্বার্থে সাত দফা দাবি জানিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হল ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক রিকশা শ্রমিক সমিতি। ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) ত্রিপুরা প্রদেশের অনুমোদিত এই সংগঠনের পক্ষ থেকে সোমবার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের প্রতিনিধিরা ট্রাফিক পুলিশের এসপি কিশোর দেববর্মার কাছেও ডেপুটেশন প্রদান করেন। সংগঠনের দাবি, ইলেকট্রনিক অটো ও অটো রিকশা পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক বর্তমানে বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা, অতিরিক্ত জরিমানা, পারমিট সংক্রান্ত সমস্যা এবং পরিবহন ভাড়া নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকদের আর্থিক পরিস্থিতিও সংকটের মধ্যে রয়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

এই পরিস্থিতিতে পরিবহন শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা এবং জীবন-জীবিকার স্বার্থে সাত দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

সংগঠনের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, পারমিটবিহীন ইলেকট্রনিক অটো রিকশার ক্ষেত্রে মোটর ভেহিকেল আইন অনুযায়ী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা স্পষ্ট করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পাশাপাশি অটোসহ অন্যান্য যানবাহনের বিরুদ্ধে হওয়া অপ্রয়োজনীয় মামলা ও জরিমানা দ্রুত লোক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের মাধ্যমে ছবি তুলে অযথা জরিমানা করার প্রক্রিয়া বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছে সংগঠন। একইসঙ্গে বটতলা এলাকায় চলাচলের রাস্তার মাঝখানে থাকা ময়লা-আবর্জনার ডাস্টবিনগুলি দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগ, রাস্তার মাঝে ডাস্টবিন থাকায় যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় বন্ধ বা নষ্ট হয়ে থাকা ট্রাফিক সিগন্যাল দ্রুত মেরামত এবং জেব্রা ক্রসিংয়ের চিহ্নগুলি যথাযথভাবে পুনরায় চিহ্নিত করার দাবিও জানানো হয়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থার অব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ ও পরিবহন শ্রমিকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ সংগঠনের।

এছাড়াও ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর, শহরতলি ও নাকা পয়েন্টে অটোচালক ও পরিবহন শ্রমিকদের অযথা হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং অনিয়মিতভাবে জরিমানা আদায় বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আইন ও বিধি অনুযায়ী স্বচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে সংগঠন। যানজট নিরসন ও সাধারণ মানুষের চলাচল স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ৬, ১০, ১২ ও ১৬ চাকার ভারী যানবাহন পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী রাত ১০টা থেকে ভোর পর্যন্ত চলাচলের ব্যবস্থা করার দাবিও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিবহন শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন তাঁরা। তাই প্রশাসনের কাছে সাত দফা দাবি দ্রুত বিবেচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে বাড়ছে জরিমানা, তিন বছরে আয় ৫২ কোটি

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় গত তিন অর্থবছরে ত্রিপুরা সরকার মোট ৫২ কোটি ৪ লাখ ৭১ হাজার ৮২৫ টাকা জরিমানা বাবদ সংগ্রহ করেছে। সোমবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

বিধায়ক নয়ন সরকারের উত্থাপিত অনুল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন থেকে রাজ্য সরকারের আয় হয়েছে ১৬ কোটি ২৩ লাখ ১৩ হাজার ৫২৫ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৭৯ লাখ ৫৭ হাজার ৭০০ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন থেকে আদায় হয়েছে ১৮ কোটি ২ লাখ ৬০০ টাকা।অর্থাৎ, পরপর তিন অর্থবছরেই ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে।অন্যদিকে, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ২০২৫-২৬ অর্থবছর এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত মাল বহন, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোসহ অন্যান্য ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনায় ১,২৭৬টি পিআর দাখিল করা হয় এবং জরিমানা বাবদ আদায় হয় ১২.৯০ লাখ টাকা। অতিরিক্ত মাল বহনের ঘটনায় ৪,৫৪৭টি পিআর দাখিল করে ১ কোটি ২৯ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোর ঘটনায় ২,৭০০টি পিআর দাখিল করা হয় এবং জরিমানা বাবদ আদায় হয় ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা।সবচেয়ে বেশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অন্যান্য ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে। এই খাতে ৬৩,৫৯২টি পিআর দাখিল করা হয়, ৪১,৬৩৭টি ই-চালান তৈরি করা হয় এবং জরিমানা বাবদ ১৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে।২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৩১ জুলাই পর্যন্তও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই সময়ে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনায় ৩৯৮টি পিআর দাখিল করে ৪.৮৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। অতিরিক্ত মাল বহনের ঘটনায় ১,৭০১টি পিআর দাখিল করে ৪৪.০৮ লাখ টাকা এবং অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোর ঘটনায় ৭৯১টি পিআর দাখিল করে ৩১.১৮ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।এছাড়া অন্যান্য ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় ২৩,৯৬৫টি পিআর দাখিল এবং ১০,০১০টি ই-চালান তৈরি করা হয়েছে। এই খাতে জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে ৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা।সরকারি হিসাবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছর এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় মোট ২৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৪ হাজার ৩৮০ টাকা জরিমানা আদায় হয়েছে।বিধানসভায় দেওয়া এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। প্রচলিত প্রসিকিউশন রিপোর্টের পাশাপাশি ই-চালান ব্যবস্থার মাধ্যমেও আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে।

খোয়াইয়ে ফের বাইক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত দুই কলেজ পড়ুয়া

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: ফের বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন দুই কলেজ পড়ুয়া। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ খোয়াইয়ের লালছড়া এলাকায় দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টিআর-০৬এ-৯৩৬২ নম্বরের একটি বাইক বেপরোয়া গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে বাইকে থাকা দুই যুবক ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতরা হলেন তরুণ দেববর্মা ও পিটার দেববর্মা। তাঁদের দুজনেরই বয়স আনুমানিক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অল্প বৃষ্টিতেই হাঁটু জল, জলাবদ্ধতা নিরসনে মাঠে খোয়াই পৌর পরিষদ

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে খোয়াই শহরের সুভাষ পার্ক ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন এলাকা। বিশেষ করে সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের পার্শবর্তী এলাকায় জল জমে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্ভোগে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দা, পথচারী ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সামান্য বৃষ্টিতেই ওই এলাকায় হাঁটুসমান জল জমে যাওয়ায় যাতায়াতে চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা খোয়াই পৌর পরিষদের কাছে আবেদন জানান। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সোমবার জল নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে পৌর পরিষদ।

এদিন কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকি করেন খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা। উপস্থিত ছিলেন যাদব মহাসভা, খোয়াই শাখার সম্পাদক রঞ্জিত গোপ-সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়ায় খোয়াই পৌর পরিষদ এবং চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান রঞ্জিত গোপ। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, পৌর পরিষদের এই উদ্যোগের ফলে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতার সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের পথে এগোবে এবং বর্ষাকালে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে।

ড্রপগেটে শহীদ তপন চক্রবর্তীর ২৭তম শহীদান দিবস পালন

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: শহীদ তপন চক্রবর্তীর ২৭তম শহীদান দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হলো ড্রপগেটে। ডিওয়াইএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এদিন শহীদ তপন চক্রবর্তীর স্মরণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম ঘোষ ও শান্তনু দেব, সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ ঘোষ, প্রাক্তন যুব নেতা স্বপন পোদ্দার ও অজয় দে এবং এসএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক পরিতোষ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ, মেরামত বন্ধ থাকায় বেহাল রাস্তায় চরম দুর্ভোগ

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ করায় রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রাস্তা নিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ঘটনাটি বেলবাড়ি আরডি ব্লকের অন্তর্গত পদ্মলোচন পাড়ার জঙ্গাইলা থেকে চম্পকনগর যাওয়ার রাস্তায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি রাস্তাটির মেরামতের কাজ শুরু হলেও স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ জানান স্থানীয়রা। এরপর থেকেই রাস্তাটির মেরামতের কাজ বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ।

ফলে বর্তমানে বেহাল রাস্তা দিয়েই বাধ্য হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সমস্যায় পড়ছেন পথচারী, যানবাহন চালক এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত রাস্তাটির মেরামতের কাজ শুরু করার দাবি জানান। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। রাস্তার বেহাল দশার জন্য স্থানীয়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে বিপ্লবের বৈঠক

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবারের মতো প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন বর্তমান সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সোমবারের এই বৈঠককে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়, আগামী দিনের কর্মসূচি এবং দলকে আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়-সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় বিপ্লব কুমার দেবের সাংগঠনিক ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রাজনীতিতে সাংগঠনিক দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নেতা শুধু দেশের বা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলালেই হয় না, সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার দক্ষতাও থাকতে হয়। এই ক্ষেত্রে বিপ্লব কুমার দেবের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অভিষেক দেবরায় আরও বলেন, বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে দলের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ হয়েছে। তাঁর সাংগঠনিক নেতৃত্বের প্রভাব দলের উপর পড়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, একজন নেতা যদি তাঁর সহকর্মী ও কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারেন, তাহলে যেকোনও জায়গায় সংগঠনকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় বিজেপির উত্থান এবং সংগঠনের বিস্তারের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

অভিষেক দেবরায় বলেন, সময়ের সঙ্গে নেতারা তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে সরে যাবেন, কিন্তু দলের জন্য তাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিপ্লব কুমার দেবের সাংগঠনিক ভূমিকা এবং তাঁর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় বিজেপির উত্থানও দলের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বৈঠক শেষে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং আগামী দিনে কর্মীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ছয় দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটেশন

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: সাংবাদিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে ছয় দফা দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্যালয়ে জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতেই নয়, একই দিনে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও সংগঠনের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছয় দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। সংগঠনের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বেতনক্রম উল্লেখ করে নিয়োগপত্র প্রদান করা। সাংবাদিকদের জন্য সরকার ঘোষিত মাসিক পেনশন ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করার দাবিও জানানো হয়েছে। এছাড়া সরকারি নিয়োগপত্র পাওয়ার পাঁচ বছর পর ৬০ বছর বয়সে পৌঁছালে পেনশন প্রদানের দাবি জানিয়েছে সংগঠন। প্রত্যেক সাংবাদিককে পূজা বোনাস প্রদান এবং ইপিএফ, ইএসআই-সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিও রয়েছে।

নিয়োগপত্র, বেতনক্রম, পূজা বোনাস ৮.৩৩ শতাংশ হারে প্রদান-সহ বিভিন্ন বিষয় নিশ্চিত করতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বানের দাবি জানানো হয়েছে। ওই বৈঠকে সংবাদমাধ্যমের স্বত্বাধিকারী বা নিয়োগকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

এছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, শ্রম দপ্তর-সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে সাংবাদিকদের অধিকার ও স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। সাংবাদিকদের জন্য সরকারি আবাসনের ব্যবস্থার দাবিও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ, পশ্চিম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ, সহ-সভাপতি সরোজ চক্রবর্তী, সহ-সম্পাদক শতরূপা দেবনাথ, রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি প্রতাপ বণিক, সদস্য নিতাই দে, সুভাষ ঘোষ, সেবক দেব, রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক মেঘধন দেব এবং সদস্য স্বতন্ত্র শোভন বড়ুয়া।

দীর্ঘদিনের পানীয় জলসংকট, নতুন বাজারে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ধর্মনগরের গ্রামবাসীদের

ধর্মনগর, ৩১ আগস্ট: দীর্ঘ সাত-আট বছর ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছেন উত্তর জেলার ধর্মনগরের প্রত্যেকরায় গ্রাম এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। সোমবার সকালে পানীয় জলের দাবিতে এবং প্রশাসনের উদাসীনতার প্রতিবাদে নতুন বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে সামর্থ্যবানদের একাংশ টাকা দিয়ে পানীয় জল কিনে ব্যবহার করছেন। অন্যদিকে, আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির অনেকেই বর্ষার জল কিংবা পুকুরের নোংরা ও আয়রনযুক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে এলাকার শিশু ও প্রবীণদের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের দাবি, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিধায়ক এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বারবার লিখিতভাবে জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। গ্রামবাসী বিশাল দাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে আয়রনযুক্ত ও অপরিচ্ছন্ন জল পান করার কারণে শারীরিক সমস্যা বাড়ছে। কয়েক হাজার মানুষের এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত প্রধানসহ প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন করা হলেও কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

শেষ পর্যন্ত আর কোনো পথ না পেয়ে সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ নতুন বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধে বসেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। অবরোধের জেরে ওই এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ধর্মনগরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক হেমেন্দু বিকাশ পাল। তিনি বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিম্নমানের নির্মাণকাজের অভিযোগ, অল্প বৃষ্টিতেই ধসের মুখে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল

তেলিয়ামুড়া, ৩১ আগস্ট: উন্নয়নের নামে নির্মাণের কয়েক বছর যেতে না যেতেই বেহাল দশা বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর। অল্প বৃষ্টিতেই মাটি ধসে একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল। নিম্নমানের নির্মাণকাজের অভিযোগ ঘিরে প্রশ্নের মুখে পড়েছে সরকারি অর্থে নির্মিত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো।

ঘটনাটি তেলিয়ামুড়া ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের। জানা গেছে, প্রায় দুই থেকে তিন বছর আগে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নতুন পাকা ভবন নির্মাণের পাশাপাশি বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করা হয়। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজের মান নিয়ে তখন থেকেই প্রশ্ন ছিল। বর্তমানে অল্প বৃষ্টিতেই বিদ্যালয় সংলগ্ন মাটি ধসে পড়ায় সেই বাউন্ডারি ওয়ালের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কোথাও দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে, আবার কোথাও মাটি সরে যাওয়ায় বাউন্ডারি ওয়াল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ফলে যে কোনও সময় দেওয়ালের আরও অংশ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পিনাক পানি দেব।

এদিকে, সরকারি অর্থে নির্মিত পরিকাঠামো কয়েক বছরের মধ্যেই কেন এমন অবস্থায় পৌঁছল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নির্মাণকাজে কোনও ধরনের গাফিলতি বা নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত করতে হবে। পাশাপাশি নির্মাণকাজের গুণমান নিয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে অনিয়মের প্রমাণ মিললে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas